মসজিদে প্রবেশ করে কুরআন পোড়াচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা

সারে-জমিন

ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়ার ডাক ফিরহাদের

রূপসী বাংলা

কেমন হতে পারে মধ্যপ্রাচ্যের নয়া সমীকরণ?

সম্পাদকীয়

ইসলামি দুনিয়ার কয়েকজন মনীষীতুল্য ঐতিহাসিক

রবি-আসর

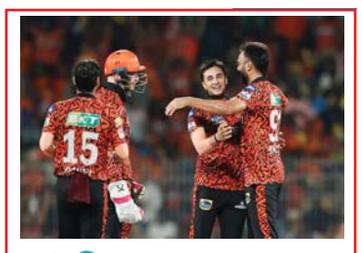

আইপিএল: রাজস্থানকে হারিয়ে ফাইনালে হায়দরাবাদ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৬ মে, ২০২৪
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১৭ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 142 ■ Daily APONZONE ■ 26 May 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

রবিবার রাতে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় 'রিমাল'

জোর সতর্কতা জারি

আপনজন ডেস্ক: ঘূর্ণিঝড় রিমালের জেরে কলকাতায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের কারণে নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ২৬ মে রাত ১২টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ঘূর্ণিঝড় রিমাল আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় শনিবার সকালে কলকাতায় ব্যাপক বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের জেরে কলকাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং হুগলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

শনিবার বিকেল ৩টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের এক বুলেটিনে বলা হয়, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ এটি ঘণ্টায় ১১০-১২০ কিলোমিটার বেগে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শনিবার সকালে এটি বাংলাদেশের খেপুপাড়া থেকে প্রায় ৪২০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং সাগর দ্বীপ থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব দিকে সীমান্তের এ পাশে সমপরিমাণ দূরত্বে অবস্থান করে উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

রোববার মধ্যরাত ১১টা থেকে সোমবার রাত ১টার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের খেপুপাড়া ও সাগর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এটি আঘাত হানতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দুটি পয়েন্টের মধ্যে প্রায় ৪০০ কিলোমিটারের ব্যবধান এবং সাগরের যত কাছে ল্যান্ডফল হবে ততই কলকাতা ও বাংলা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রোববার রাতে যখন ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানবে, তখন ঘূর্ণিঝড় রিমালের জলোচ্ছ্বাস ১.৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এতে পশ্চিমবঙ্গ ও প্রতিবেশী বাংলাদেশের উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে। হুগলির আরামবাগ, পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা ওকাঁথি, পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় ও দাঁতন, উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ ও বসিরহাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপ, গোসাবা ও সাগর দ্বীপপুঞ্জে এবং কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আরও একটি দল মোতায়েন করেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, সমুদ্রে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টি কেটে না যাওয়া পর্যন্ত রবিবার থেকে ফেরি পরিষেবা স্থগিত রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।

নির্বাচনী সভায় ফের সদর্প ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যে ওবিসিদের সংরক্ষণ কিছুতেই কাড়তে দেব না

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: "এনআরসি করতে দেব না, সিএএ করতে দেব না, ইউসিসি করতে দেব না। তপশিলিদের সংরক্ষণ কাড়তে দেব না, ওবিসিদের সংরক্ষণ কাড়তে দেব না, এসসিদের সংরক্ষণ কাড়তে দেব না, ভাই বোনেদের যাতে চাকরি হয় নজর দেব।" বসিরহাটে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী নুরুলের সমর্থনে হাড়োয়া সার্কাস ময়দানের জনসভা থেকে বিজেপিকে নিশানা করে এমনই ভাষায় ফের সুর চড়ালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের সুবিধা এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাজী নুরুল ইসলামকে জয়ী করার আহ্বান জানান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রথমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় হাজির না হলেও, রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বোসের ফোনের মাধ্যমে হাড়োয়ার জনসভায় বক্তব্য রাখেন মমতা, সে সময় হাজী নুরুল ইসলামকে ছোট ভাই বলেও সম্বোধন করেন, পাশাপাশি হাজী নুরুল ইসলামকে জয়ী করে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে তৃণমূলের পাশে থাকার অনুরোধ জানান। পরে অবশ্য অল্প সময়ের জন্য হলেও বসিরহাটের হাড়োয়ার জনসভায় উপস্থিত হন। এ দিন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত একাধিক বিধানসভার বিধায়করা উপস্থিত থাকলেও মিনাখাঁর বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে বক্তব্যের একেবারে শেষ পর্যায়ে সরব হন মমতা। মিনাখাঁর বিধায়কের বিরুদ্ধে বিজেপি ঘনিষ্ঠতারও অভিযোগ তোলেন তিনি। মমতা বলেন "তৃণমূলের এমএলএ থাকবেন কিন্তু মিটিংয়ে আসবেন না, তা চলবে না। যতক্ষণ ক্ষমা চেয়ে পায়ে না ধরবে, ততক্ষণ উষারানি মণ্ডলকে আমরা মানি না, মানি না, মানি না। ওঁর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনাদের মতো লোক চাই না। আপনি স্বামীকে নিয়ে দলটাকে বেচে দেবেন? এটা মানব না।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি তার দলের নেতাদের আনুগত্য কিনতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। তারা নগদ অর্থ বিতরণ করে ভোট কেনার চেষ্টা করছে। তারা মনে করছে, নগদ টাকা দিয়ে সবাইকে কেনা যাবে।

মমতা বলেন, প্রায় ২৬ হাজার স্কুলের চাকরি বাতিল এবং ২০১০ সালের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জারি করা পাঁচ লক্ষেরও বেশি ওবিসি সার্টিফিকেটকে 'অবৈধ' আখ্যা দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সাম্প্রতিক দুটি নির্দেশের বিরুদ্ধেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির চক্রান্ত সফল হতে দেব না। আমি চাকরি বা ওবিসি শংসাপত্র ছিনিয়ে নিতে দেব না। একইভাবে, আমি রাজ্যে সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন), এনআরসি (জাতীয় নাগরিক নিবন্ধক) এবং ইউসিসি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড) প্রয়োগ করতে দেব না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন তার বায়োলজিক্যাল বাবা-মা নেই। তাকে নাকি ঈশ্বর পাঠিয়েছেন। তিনি নাকি ঈশ্বরের দূত আর ২০২৪ পর্যন্ত থেকে দেশের ক্ষমতায় থাকবেন। এখনই বিদায় হলে ভালো হয়। এখনও দশদিন আছে। সেটাও না থাকলে ভালো হয়। একেবারে মিথ্যেবাদীর দল দেশ বাঁচানোর লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন দলীয় নেতা কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'দল আসল, ব্যক্তি আসল নয়। তিনি ভোট কাটাকুটি না করারও পরামর্শ দেন। মমতা এদিন বক্তব্য রাখার সময় স্লোগানের মধ্য দিয়ে বিজেপিকে উৎখাতের ডাক দেন। মমতা বলেন- 'বিজেপি যাক' উৎসাহিত তৃণমূল কর্মীর সমর্থকরা দুহাত তুলে আওয়াজ তোলেন 'শান্তি থাক।'

মমতা বলেন, 'বিজেপি হটাও'। একইভাবে আওয়াজ ওঠে 'দেশ বাঁচাও।' মমতা বলেন, তৃণমূল ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে অন্য কোনও বিজেপি বিরোধী দলকে ভোট দেওয়ার অর্থ পরোক্ষভাবে বিজেপিকে সাহায্য করা। এর ফলে বিজেপি বিরোধী ভোটে বিভাজন হবে। অন্য যে কোনও দলকে দেওয়া প্রতিটি ভোট বিজেপিকে খুশি করবে। বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগ করবেন না। নজরুল জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সভামঞ্চে রাখা নজরুল ইসলামের ছবিতে পুষ্প অর্পণ করে 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানের সুর তোলেন মমতা।

বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া রাজ্যে ষষ্ঠ দফার ভোট প্রায় শান্তিতে

আপনজন ডেস্ক: শনিবার পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরে দুটি চিত্র মিলেছে বাংলায়। তা হল উচ্চ ভোটার উপস্থিতি এবং ভোট সম্পর্কিত সহিংসতা। চলতি নির্বাচনের ছয় দফার ভোটগ্রহণে বাংলার ভোটদানের হার জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি ছিল।

প্রথম পাঁচ দফায় যেখানে জাতীয় ভোটদানের গড় ছিল ৬১-৬৬ শতাংশ, সেখানে বাংলায় ৭৬-৮১ শতাংশ ভোট পড়েছিল।

শনিবার ষষ্ঠ দফায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাংলার আটটি লোকসভা আসনে ভোটদানের হার ছিল ৭৭.৯৯ শতাংশ, যা তখনকার জাতীয় গড় ৫৭.৭ শতাংশের তুলনায় যথেষ্ট বেশি।

এটা নির্বাচনী রাজনীতির পক্ষে ভাল হলেও, ছ'দফাতেই ভোট সংক্রান্ত উত্তেজনা ও হিংসার খবরে রাজ্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে বিজেপির বিরুদ্ধে বুথ দখলের অভিযোগ উঠেছে। অপরদিকে, গড়বেতায় তৃণমূল ও কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যেসংঘর্ষের খবর মিলেছে। এমনকী ঝাড়গ্রামও অশান্ত হয়ে ওঠে।

এদিকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব শনিবার ষষ্ঠ দফা নির্বাচন শেষ হওয়ার পর জানান ,বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া রাজ্যে ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ।ষষ্ঠ দফা নির্বাচন ছিল শনিবার। ১ কোটি ৩৫ লক্ষ বেশি ভোটার ছিলেন । পোলিং স্টেশন ছিল মোট ছিল ১৫৬০০। ৭৪৮৮০ পোলিং পার্সোনেল ছিল। মাইক্রো অবজারভার, ৭৯ জন প্রার্থী ছিলেন। অবজারভার ছিল ৯ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক ৯ এবং ৬ জন আয় ব্যয় পর্যবেক্ষক ছিলেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল মোট ৯১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল। কিউআরটি ৮১৯ । ২০৪৬৮ জন রাজ্য পুলিশ মোতায়ন ছিল। ৩২.৮ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া সোনা, মদ, মাদক এবং অন্য দ্রব্য ৪০২.৪ কোটি টাকার মোট উদ্ধার হয়েছে। পোস্টাল ব্যালটের জন্য ৫৫৪৮৩ জন ছিলেন। পোলিং পার্সেন্টেজ মোট ৭৭.৯৯ % বিকেল ৫ টা পর্যন্ত হয়েছে। ২০১৯ এবং ২০২১ সালের ভোটের হারের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। এই পরিসংখ্যান আরো বাড়বে বলে দাবি আরিজ আফতাবের। ২১০০ মোট অভিযোগ শনিবার জমা পড়েছে কমিশনে। ঝাড়গ্রাম ২ ,বাঁকুড়া ১২, পূর্ব বর্ধমান ২২ ,পূর্ব মেদিনীপুর ২৪৭, পশ্চিম মেদিনীপুর ৪৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। আরিজ আফতাবের দাবি, শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। যদিও কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে।

'ইন্ডিয়া' ক্ষমতায় এলে মুসলিমদের সুবিধায় সংবিধান পরিবর্তন করে দেবে: মোদি

আপনজন ডেস্ক: ইন্ডিয়া জোট দলিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির সংরক্ষণ ছিনিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টার অভিযোগ তুলে তা ব্যর্থ করার অঙ্গীকার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার মোদি মুসলিম ভোট ব্যাংককে "দাসত্ব" এবং "মুজরা" করার অভিযোগ করেন ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে।

বিহারের কারাকাট ও পাটলিপুত্র লোকসভা কেন্দ্রে একের পর এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে 'ভয় দেখানোর' অভিযোগ করেন এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূল ও দুর্নীতির মূলোৎপাটনে তিনি 'নির্ভয়ে' কাজ করে যাচ্ছেন বলে দাবি করেন।

তিনি বলেন, বিহার সেই ভূমি যা সামাজিক ন্যায়ের লড়াইকে নতুন দিশা দিয়েছে। আমি এর মাটিতে ঘোষণা করতে চাই যে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং ওবিসিদের অধিকার হরণ করার ইন্ডিয়া জোটের পরিকল্পনা আমি বানচাল করে দেব। যদিও তারা মুসলমানদের ক্রীতদাস হয়ে ভোট ব্যাংককে খুশি করতে 'মুজরা' করতে পারে। পাঞ্জাব ও তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস এবং তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে ডিএমকে ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের কাছ থেকে রাজ্যের অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্যে বিহারের মানুষ আহত হয়েছেন বলেও

অভিযোগ করে মোদি বলেন, এই আরজেডির লোকেরা যারা লণ্ঠন (নির্বাচনী প্রতীক) নিয়ে 'মুজরা' করে চলেছেন, তাদের প্রতিবাদে একটি কথাও বলার সাহস নেই। যাঁরা 'ভোট জিহাদে' লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের সমর্থনের উপর ভরসা করছে বলে অভিযোগ করে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওবিসিদের তালিকায় বেশ কয়েকটি মুসলিম গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছে। মোদির দাবি, বিরোধী জোট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ক্ষমতায় এলে প্রথমেই সংবিধান বদল করতে হবে, যাতে আদালতও তাদের আপত্তি মুসলিমদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা খারিজ করতে না পারে। কংগ্রেস শনিবার বিরোধীদের "মুজরা" আক্রমণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিন্দা করেছে। উত্তরপ্রদেশে এক জনসভায় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বলেন, বিহারে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনেছেন? তিনি এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা দেশের ইতিহাসে আর কোনো প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার করেননি।

গুজরাতের রাজকোটে গেমিং জোনে ভয়াবহ আগুন, মৃত ২৪

আপনজন ডেস্ক: ভারতের গুজরাটের রাজকোটের একটি গেমিং জোনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১২ শিশুসহ অন্তত ২৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। একটি শপিং মলের গেমিং জোনের ভেতরে শিশুদের ভিড়ে আগুন লাগে। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। সূত্রের খবর, গেমিং জোনের মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক ছুটির দিনের কারণে শপিংমলটি ভিড়ে উপচে পড়েছিল। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে অনেক দূর থেকে শপিংমল থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়। যে গেমিং জোনে উদ্ধার অভিযান চলছে সেখানে বেশ কয়েকজন আটকা পড়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।

রাজকোটের পুলিশ কমিশনার রাজু ভার্গব বলেন, 'টিআরপি শপিং মলে আগুন লেগেছে, হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আগুন নিভে গেলে এবং সবকিছু ঠান্ডা হওয়ার পর আমরা ভেতরে গিয়ে হতাহতের পরিমাণ যাচাই করে আগুনের কারণ বের করব।

রাজকোটের সমস্ত গেমজোন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত গেমিং জোন অডিট করা হবে। আমরা হাসপাতাল ব্যবস্থার সাথে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সমস্ত আহত ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়া হবে।

যেহেতু দেহগুলি মারাত্মকভাবে পুড়ে গেছে, তাই ডিএনএ প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হবে এবং প্রতিবেদনগুলি নিকটাত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করা হবে। অভিযোগ দায়ের করা হবে, দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স-এ একটি পোস্টে বলেছেন, "রাজকোটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের জন্য প্রার্থনা করছি। ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিতে কাজ করছে স্থানীয় প্রশাসন।

তিনি বলেন, রাজকোটের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আমাদের সবাইকে দুঃখ দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে তাঁর সঙ্গে আমার টেলিফোন কথোপকথনে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্রভাই প্যাটেলজি আমাকে জানিয়েছেন যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সম্ভাব্য সমস্ত সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'রাজকোটের (গুজরাট) গেম জোনে এই দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। আমি মুখ্যমন্ত্রী Shri @Bhupendrap-bjp জির সঙ্গে কথা বলে এই দুর্ঘটনার খবর পেয়েছি।

তিনি বলেন, 'প্রশাসন ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে এবং আহতদের চিকিৎসা দিচ্ছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় যারা তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এক্স-এ একটি পোস্টে লিখেছেন, "গুজরাটের রাজকোটের একটি মলের গেমিং জোনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিষ্পাপ শিশুসহ বহু মানুষের মৃত্যুর খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আশা করছি আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।

অ্যাকাডেমিকের সাফল্যের ধারা অব্যাহত

WBCS - 2021 গ্রুপ A, B এবং C তে

চূড়ান্তভাবে সফল ৫৬ জন

"Samim sir has been an integral part of my preparation since 2018. Later Sutapa ma'am guided me by suggesting different MCQ books from which I benefited immensely."

DSP (Rank-1), WBCS 2021 II Md Riaz Hossain II

II WBCS এর ফ্রি ডেমো ক্লাস II

রেজিস্টার করুন www.academicassociation.com

WBCS : 2024-25 ব্যাচ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই।
অ্যাডমিশন চলছে। ক্লাস কলেজস্ট্রীটে।

আগামী রবিবার (২রা জুন) ফ্রি ডেমো ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন- 9038786000 / 9674478644

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (033)79650408 9038786000

2, Surya Sen Street, College Square, Kolkata -700012 (near Umesh Chandra College)
website : www.academicassociation.com

প্রথম নজর

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় তৎপর হাওড়ার ব্লক প্রশাসন

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: ঘূর্ণিঝড় "রিমাল" রবিবার আছড়ে পড়তে চলেছে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন উপকূলে।যার প্রভাবে দু'দিন দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি হবে। "রিমাল" মোকাবিলায় তৎপর হাওড়ার জেলা ও ব্লক প্রশাসন।হাওড়া জেলার নদী তীরবর্তী এলাকায় জেলা ও ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।শনিবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের কালীনগর এবং হীরাপুর অঞ্চলের নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষদের মাইকিং করে প্রচার চালানো হচ্ছে।যাতে ওই এলাকার মানুষরা অযথাই আতঙ্কিত না হন। বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক জানান,"জেলাশাসকের নির্দেশ মোতাবেক এবং মহকুমাশাসকের তত্ত্বাবধানে আমাদের ব্লকে কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।তিনি আরও জানান, আমাদের ব্লকের নদী তীরবর্তী এলাকার মৎস্যজীবীদের নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে।এবং ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় মোকাবিলায় আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। অন্যদিকে,শ্যামপুর-১নং ব্লকের গাদিয়াড়া,শিবগঞ্জ,বানেশ্বরপুর,গুজারপুর সহ নদী এলাকাগুলিতে নামানো হয়েছে এনডিআরএফ-টিম।ওইসব এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মাইকিং প্রচারের মাধ্যমে সতর্ক করা হচ্ছে।ওই ব্লকের বিডিও তন্ময় কার্যী জানান,প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে অস্থায়ী ত্রান শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।সেখানে পানীয় জলের পাশাপাশি শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন বিডিও-র উপস্থিতিতে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালাচ্ছেন শ্যামপুর থানার ওসি কৌস্তুভ কর্মকার,ব্লকের আধিকারিক অনুপম ধর এবং এনডিআরএফ টিমের সদস্যরা।এর পাশাপাশি বাগনান-১নং ব্লকের কল্যাণপুর ও বাকসিহাটের নদী তীরবর্তী এলাকাতেও মাইকিং প্রচার চালানো হচ্ছে।বিডিও মানস কুমার গিরি জানান,"ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় মোকাবিলায় আমরা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছি। তিনি আরও জানান, জেলাশাসকের নির্দেশ মোতাবেক এবং মহকুমাশাসকের তত্ত্বধানে ইতিমধ্যেই ব্লক অফিসে কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শাসনে নিউরো সায়েন্স হসপিটাল, প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রীর

রফিকুল হাসান ● হাড়োয়া

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শাসনের রাজারহাট রোডের উপর বড়পোলের সন্নিকটে হচ্ছে নিউরো সায়েন্স হসপিটাল। সম্প্রতি ৯০০ বেডের এই হাসপাতালের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এই নিউরো হসপিটাল এর কথা শোনা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। শনিবার হাড়োয়া সার্কাস ময়দানে বসিরহাট লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম এর সমর্থনে সভা করতে এসেছিলেন। এই সভা মঞ্চ থেকে তিনি এই নিউরো হাসপাতালের কথা বলেন। এদিনের এই সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এই নিউরো হাসপাতালের দায়িত্বশীল, শাসনের দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান আব্দুল হাই। তিনি বলেন, কলকাতার মল্লিক বাজারের ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সের আরো একটি শাখা এই রাজারহাট স্নায়ুতীর্থ। সারা দেশের চিকিৎসা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের বাংলায় এই নিউরো সায়েন্সে হবে। এটা বাংলার মানুষ হিসাবে আমাদের গর্বের। এদিন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসু, হাজী নুরুল ইসলাম, সভার অন্যতম আয়োজক আব্দুল খালেক, সফিক আহমেদ মাদার, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, বারাসত ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শম্ভু ঘোষ, বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, সহ সভাপতি মেহেদী হাসান প্রমুখ।

রাজমিস্ত্রি মনসুর ক্যান্সার আক্রান্ত, সাহায্যের আর্জি

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণ দেখি ব্লকের দোমোহনা পঞ্চায়েতের ডাংগি গ্রামের বাসিন্দা মনসুর আলম পাঁচ জন নাবালক ছেলেমেয়েকে নিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করে কোনরকমে সংসার চালাতেন। গত কয়েক মাস ধরে তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করেও এখনো তিনি সুস্থ হননি চিকিৎসা করাতে আরও টাকার প্রয়োজন তাই তিনি সবার কাছে সহযোগিতার আবেদন করেছেন। চিকিৎসার খরচ মেটাতে তাদের সামান্য সঞ্চয়ও শেষ করে ফেলতে হয়েছে। এখন তারা প্রতিদিনের জীবনযাপন চালানোও কষ্টকর মনে করছে। তাদের সন্তানদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ছোট ছোট চারজন মেয়ে এবং একটি ছেলে রয়েছে সবাই নাবালক দশ বছরের কম বয়স তাদের। এ অবস্থায় তারা চরম হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন। এই কঠিন সময়ে আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সাহায্য কামনা করছেন তিনি । আপনারা যদি এই পরিবারটিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন, তাহলে তারা ক্যান্সারের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারবেন এবং জীবনযুদ্ধে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারবেন। আপনার সামান্য সহানুভূতিও তাদের জন্য বিশাল পার্থক্য গড়ে তুলতে পারে। আমরা সম্মিলিতভাবে যদি সাহায্যের হাত বাড়াই, তবে এই পরিবারটি আবারও তাদের জীবনযুদ্ধ শুরু করতে পারবে। দয়া করে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করুন এবং এই সংকট মোকাবিলায় তাদের পাশে দাঁড়ান।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা করার অভিযোগ বিজেপি প্রধানের বিরুদ্ধে

আসিফা লস্কর ও ওয়ারিশ লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: গ্রাম পঞ্চোয়েত বিরুদ্ধে এলাকার এক নাবালিকা মহিলাকে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল। নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার অন্তর্গত উড়াল চাঁদপুর বিজেপি শাসিত পঞ্চায়েত এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উড়াল চাঁদপুর এলাকার প্রধান রাকেশ মণ্ডল গতকাল শুক্রবার রাতে উড়ালচাঁদপুর এলাকার এক নাবালিকা মহিলাকে ফাঁকা বাগানে নিয়ে গিয়ে শারীরিক নির্যাতন করার চেষ্টা করে। এরপর নাবালিকা চিৎকার করলে মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে অভিযুক্ত ওই প্রধানকে ধরে ফেলে এবং লাইক পোস্টে বেঁধে রাখে। এর পরে খবর দেয়া হয় মগরাহাট থানাতে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মগরাহাট থানার পুলিশ মগরাহাট থানার পুলিশ অভিযুক্ত ওই প্রধানকে আটক করে মগরাহাট থানাতে নিয়ে যায় এবং আজ অর্থাৎ শনিবার সকালে ওই নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত ওই প্রধানের বিরুদ্ধে মগরাহাট থানাতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর অভিযুক্ত প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়। এ বিষয়ে ওই নাবালিকার এক পরিবারের সদস্য তিনি বলেন, শুক্রবার রাতে হঠাৎ করে চিৎকার শুনতে পাই আমরা। এরপর আমরা রাস্তায় বেরিয়ে দেখি অভিযুক্ত ব্যক্তি আমাদের বাড়ির মেয়েকে শারীরিক নির্যাতন করছে। এই সময় আমরা চিৎকার করি আর আমাদের চিৎকার শুনে এলাকার বাসিন্দারা ছুটে আসে এবং অভিযুক্ত কে এলাকার বাসিন্দারা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে বেঁধে রাখে। এরপর খবর দেয়া হয় মগরাহাট থানাতে। ঘটনাস্থলে মগরাহাট থানা পুলিশ এসে অভিযুক্তকে আটক করে। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আবেদন জানায় পুলিশ প্রশাসনের কাছে। এই ঘটনার পর নির্যাতিকা নাবালিকার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে । নাবালিকাকে নিয়ে যাওয়া হয় মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে। বর্তমানে ওই নাবালিকা মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় রিমাল, নদী বাঁধ ভাঙনের আতঙ্কে প্রহর গুনছে সুন্দরবনবাসী

নকিব উদ্দিন গাজী ● ঝড়খালি

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকার সুন্দরবনের বাঁধ নির্মাণের জন্য কোন টাকা বরাদ্দ করে না কাজ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে সুন্দরবনে এখন দুর্বল নদীবাদগুলো কাজ হয়নি ফলে অনেকটাই আশঙ্কায় ভুগছে সুন্দরবনবাসী। নদীর পাড়ে বাস ভাবনা বারো মাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসলেই উপকূলবর্তী এলাকার মানুষের মাথায় পরে হাত। ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় রিমাল আর তাতেই নতুন করে আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হয়েছে সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকার মানুষের। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী এই ঘূর্ণিঝড় এর ল্যান্ডফল হতে পারে সুন্দরবনের ঝড়খালি লাগোয়া এলাকায় প্রভাব পড়বে গঙ্গাসাগরেও। আর তাই ভগ্নপ্রায় নদী বাঁধ নিয়ে এখন চিন্তায় সুন্দরবনবাসী। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন কেন্দ্র সরকার এ রাজ্যের আটকে রেখে গরিব মানুষকে যেমন খেলছিস সুন্দরবনের নদীমাতৃক এলাকার বসবাসকারী মানুষদের টাকা কারণে এর কাজ হয়নি একটা জায়গায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে সুন্দরবন একাধিক জায়গায় বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। এদের ভোটের সময় দেখা যায় বাকি দিনগুলোতে বিজেপির কোন নেতাদের দেখা যায় না এরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ছাড়া কিছুই বোঝেনা। প্রতিবারই প্রাকৃতিক বিপর্যয় পাথরপ্রতিমা, জি প্লট নামখানা, মৌসুনি ঘোড়ামারা গঙ্গাসাগর একাধিক জায়গার দুর্বল নদী বাঁধ ভেঙে এলাকায় ঢুকে জল নষ্ট হয় চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলো। আর তাই নতুন করে আবারো আশংকার মেঘ দেখছে নামখানা নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপকূলবর্তী এলাকার মানুষেরা। এর আগে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মুড়িগঙ্গা নদীর এক কিলোমিটার নদী বাঁধ ভেঙেছিল সাল বললা দিয়ে প্রাথমিকভাবে রিপেয়ার করা হলেও স্থায়ী নদী বাঁধ হয়নি। এলাকার মানুষের দাবি প্রতিবারেই আশ্বাস মেলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু ও পাকা নদী বাঁধ কোথায় রাতের ঘুম উড়েছে এখন তাদের। পাশাপাশি নামখানার দেবনগর নাদাভাঙ্গা অন্যদিকে মৌসুনি, গঙ্গাসাগর একই অবস্থা সর্বত্তম নদী বাঁধ ভাঙ্গনের আতঙ্কে এখন প্রহর গুনছে এলাকার মানুষ।

দেশে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক সরকার গড়ার ডাক ফিরহাদের

এম মেহেদী সানি ও মনিরুজ্জামান ● দেগঙ্গা

আপনজন: দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরে দেশ বাঁচাতে এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকার আহ্বান জানালেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম। শনিবার বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা: কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর সমর্থনে দেগঙ্গার শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় ফিরহাদ হাকিম বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, 'ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মেছি, এই দেশেরই জল হাওয়ায় বড় হয়েছি, আল্লাহ চাইলে এই মাটিতেই কবর হবে, কারোর অপমান সহ্য করব না।' দেশের একাধিক সহিংসতার ঘটনা এবং সংখ্যালঘুদের সংকটের কথা তুলে ধরে দেশের শান্তি সম্প্রীতি সৌহার্দ্য বজায় রাখতে বিজেপিকে পরাস্ত করার ডাক দেন। রাজ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি সিবিআই-এর অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে ফিরহাদ বলেন 'আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করিনা।' সন্দেশখালি প্রসঙ্গে বিজেপির চক্রান্ত তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীকে মিথ্যাবাদী বলেও কটাক্ষ করেন এবং ২০২৪ সালে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ডাক দেন। বাংলা তৎকালীন মনীষীদের কথা তুলে ধরে তাদের অবদান উল্লেখ করে বাংলা বিরোধীদের পরম্পরা হিসাবে বিজেপিকে নিশানা করেন ফিরহাদ । তিনি বলেন, বাংলার শান্তিপ্রিয় মানুষ কখনই ওদের পাঁতা ফাঁদে পা দেবে না। বিজেপি যেভাবে বাংলার মানুষ কেহ বঞ্চিত করে রেখে তা ধরে ফেলেছে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। বিজেপি যতই লাফালাফি করুক অশ্বডিম্ব ছাড়া আর কিছু পাবে না ।' মোদির বক্তব্য উল্লেখ করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'বিজেপির বক্তব্য ইজ বার ৪০০ পার' কিন্তু ৪০০ তো দূরের কথা এবার আর সরকার গড়বে না বিজেপি। মোদি যাচ্ছে, তিনি আগামী দিনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।' গুজরাট দাঙ্গার ঘটনা তুলে ধরেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করেন ফিরহাদ হাকিম। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব প্রসঙ্গে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করে ফিরহাদ বলেন, 'দেশের জন্য প্রাণ দিতে হলেও আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তবুও তোরা অপমান করিস আমাদের।' সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রেখে জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে একাধিক সম্প্রীতির উদাহরণ তুলে ধরেন ফিরহাদ হাকিম পাশাপাশি বারাসাতের তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার কে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাস এবং তীব্র গরম উপেক্ষা করেও এবদিনের জনসভায় তৃণমূলের নেতা কর্মীর সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, মফিদুল হক সাহাজি, ইসা হক সরদার, দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা দাস মন্ডল, জেলা পরিষদের সদস্য ঊষা দাস সহ আরও অনেকে।সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গঙ্গা ব্লক ১ তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আনিসুর রহমান বিদেশ।

চাষের জমি থেকে মাটি কেটে নেওয়ার অভিযোগ ইট ভাটার মালিকের বিরুদ্ধে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: একাধিক চাষের জমি থেকে মাটি কেটে নেওয়ার অভিযোগ ইট ভাটার এক মালিকের বিরুদ্ধে। চাষিরা প্রতিবাদ করতে গেলে চাষীদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। অন্যদিকে, চাষীদের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে ইটভাটার মালিকের ভাই সানোয়ার হোসেন, তার পাল্টা অভিযোগ, তাদের লেবারদেরকে বেধড়ক মারধর করেন চাষীরা। এই ঘটনায় শনিবার সকাল থেকেই এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেটে। নদিয়ার শান্তিপুর থানা এলাকার গয়েশপুর পঞ্চায়েতের ঘটনা। চাষীদের অভিযোগ, শুক্রবার মধ্যরাতে ওই পঞ্চায়েতের ভাগীরথী নদী সংলগ্ন চাষীদের জমি থেকে মাটি কেটে নিচ্ছিল পাশেই অবস্থিত ইটভাটার মালিক আনোয়ার হোসেনের লোকজন, সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় চাষীরা। বাধা দিতে গেলে ইটভাটার মালিকের লোকজন চাষীদের বেধড়ক মারধর করে, সাথে সাথেই আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় শান্তিপুর হাসপাতালে, সেখানেই তিনজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় কৃষ্ণনগর শক্তিনগর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চাষীদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই বেআইনিভাবে চলে মাটিকাটা। চাষীরা একাধিকবার প্রশাসনকে জানিও কোন সুরাহা হয়নি। এই ঘটনায় শুক্রবার রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, যদিও পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। চাষীদের দাবি, অবিলম্বে মাটিকাটা প্রতিরোধ করতে হবে, আর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। অন্যদিকে এই ঘটনায় ইটভাটার মালিকের পক্ষ থেকে পাল্টা অভিযোগ করেন, ওখানে মাটি কাটা হচ্ছিল না, জিসিপি দিয়ে মাটি কেটে জায়গা সমান করা হচ্ছিল। বেশ কিছু লোকজন মদ্যপান করে ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করে। তাদের বোঝাতে গেলে দুপক্ষ শুরু হয় হাতাহাতি, এরপর ইট ভাটার বেশ কিছু লেবারদের কেউ মারধর করে চাষিরা। যদিও শুক্রবার রাতেই চাষীদের পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়, আর অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে আটক করে পুলিশ। অন্যদিকে ইটভাটার মালিক পক্ষের পক্ষ থেকেও অভিযোগ জানানো হয় শান্তিপুর থানাতে। তবে এই ঘটনায় গয়েশপুর পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল ঘোষের দাবী, তিনি প্রথমে খবর পান, তারপরে চাষীদের কে নিয়ে ঘটনাস্থলে যায়। আর এরপরে তাকেও আক্রান্ত হতে হয়। যদিও গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

নজরুলের জন্ম জয়ন্তীতে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহের মধ্যে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড সেন্টারের রক্তের ভান্ডার পূর্ণ করতে "সহচরীর" মানবিক উদ্যোগে, বি এস রোড ক্লাব ও ভারত স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডস্ মালদা জেলা শাখার সহযোগিতায়, বি এস রোড ক্লাব দুর্গা মন্ডবে শনিবার প্রচন্ড তাপদহকে উপেক্ষা করে ৮ জন মহিলা সহ ২২ জন রক্তবন্ধু রক্তদান করে মানবিকতার নজির গড়লেন । শিবিরে বক্তব্য রাখেন ইংলিশ বাজার মিউনিসিপ্যালিটির পৌর প্রধান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, সহচরীর সম্পাদিকা স্বরূপা ভট্টাচার্য, বি এস রোড ক্লাবের সম্পাদক অরবিন্দ ব্যানার্জি, প্রাক্তন কাউন্সিলার প্রসেনজিৎ দাস, ভারত স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডস্ মালদা জেলা শাখার জেলা রক্তদান শিবির আহ্বায়ক অনিল কুমার সাহা। মালদা ব্লাড সেন্টারের চিকিৎসক এম হক, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের রক্তদান আন্দোলনের কর্মী সুরজিৎ মন্ডল, ইচ্ছে ঘুড়ির সম্পাদক শাশ্বতী সিনহা,রক্তদান আন্দোলনের কর্মী জলি ভাস্কর, ম্যাজিকের সম্পাদক সঞ্জীব প্রামানিক প্রমুখ।

নজরুল স্মরণ শ্রীপৎ সিং কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জিয়াগঞ্জ

আপনজন: জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শনিবার। উপস্থিত ছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ দেবযানী ভৌমিক, ডঃ রণবীর নাথ, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ শর্মিলা দত্ত বনিক, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক রাজা ঘোষ, প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভোট শুরুর আগেই পোলিং এজেন্টকে তুলে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: সারা ভারতবর্ষের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন শনিবার সকাল আটটা থেকে শুরু হয় ভোট গ্রহণের কাজ। তার আগেই বড় ধরনের অভিযোগ উঠে এল শিল্প শহর হলদিয়া ১৯ নম্বর ওয়ার্ড বার কাশিপুর ২২৭, ২২৮ নম্বর বুথে ২ জনকে তুলে নিয়ে যাওয়ার এবং বাকি একজনের কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়েগেছেন। এক পোলিঙ এজেন্ট জানাযায় সকালে তারা স্কুলে ঢোকার জন্য উপস্থিত হয়েছেন কোন সেন্ট্রাল পুলিশ বা রাজ্য পুলিশের কেউ নেই দরজা বন্ধ রেখেছেন শাসকদলের ভিড়েই অবশেষে তাদের কাগজপত্র ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে বলে, যদিও প্রার্থী সায়ন ব্যানার্জি এসেই পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করলেন বলে সূত্রে জানা যায়। প্রার্থী নিজেই উপস্থিত থেকে সিআরপিএফের উপর চাপ সৃষ্টি করে ২২৭নম্বর বুথে সিপিআইএম পোলিং এজেন্ট কে পুনঃরায় বুথে ঢুকিয়ে দিয়ে এলেন বলে জানা যায়। এবং যে দুজন এখনো কিডন্যাপ তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য দাবি করলেন পুলিশের কাছে সায়ন।

বিজেপি প্রার্থী হিরণকে ঘিরে বিক্ষোভ, ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘাটাল

আপনজন: সকাল থেকে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিরণকে ঘিরে দফায় দফায় ধুন্ধুমার। যেখানে গিয়েছেন, কার্যত সেখানেই তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। কোথাও আগুন জ্বেলে, কোথাও বাঁশ-লাঠি নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ। হিরণকে লক্ষ্য করে ওঠে গো ব্যাক স্লোগান। ভোটের দিন ঘাটালের কেশপুরে গিয়ে বার বার গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। দফায় দফায় বিক্ষোভে কেশপুর বিধানসভা এলাকাতেই দীর্ঘ ক্ষণ আটকে রইলেন । কখনও পুলিশের সঙ্গে তর্কে জড়ালেন, কখনও গাড়িতে বসে ঘর্মাক্ত মুখে তৃণমূল প্রার্থী দেব এবং তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন বিজেপি প্রার্থী। কেশপুরের আনন্দপুর, মুগবসান, জগন্নাথপুর সহ একাধিক জায়গায় হিরণকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। যেখানে-সেখানে ইটবৃষ্টির মুখোমুখি হতে হয় হিরণকে। এদিন দুপুরে কেশপুরের মুগবসান বাজারে হিরণকে দেখেই তাঁর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় চন্দ্রকোনা মেদিনীপুর রাজ্য সড়কে। লাঠি নিয়ে খেলতে দেখা গিয়েছে কাউকে কাউকে। কোথাও উঠল 'গো ব্যাক! গো ব্যাক হিরণ' স্লোগান। এক সময়ে গাড়িতে বসে হিরণ অভিযোগের সুরে বললেন, ''কেশপুরকে পাকিস্তান করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'' আক্রমণ করলেন দেবকেও। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

প্রথম নজর

বিশ্বজুড়ে গড় আয়ু কমেছে প্রায় ২ বছর: ডব্লিউএইচও

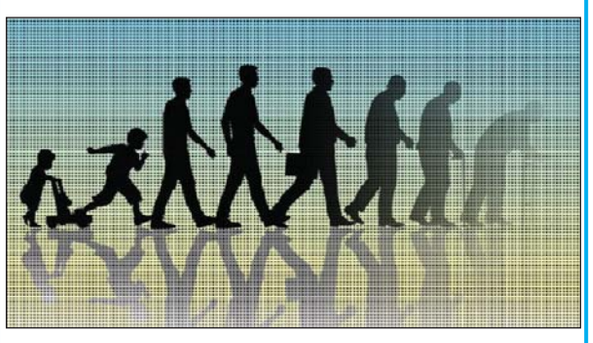

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে মহামারি করোনাভাইরাসের জেরে ২০১৯ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৭০ লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ৭০ কোটির বেশি মানুষ। যদিও টিকা আবিষ্কার ও উন্নত চিকিৎসার কারণে করোনা মহামারির সমাপ্তি ঘটেছে, তবে এ ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে মানুষের গড় আয়ু অন্তত ১৮ মাস হ্রাস পেয়েছে। জাতিসংঘের বৈশ্বিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ক অঙ্গ সংগঠন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এ তথ্য জানিয়েছে। ডব্লিউএইচও তাদের বৈশ্বিক স্বাস্থ্য পরিসংখ্যানগত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে, ১৮ মাস হ্রাস পাওয়ার কারণে বিশ্বে বর্তমানে মানুষর গড় আয়ু ৭১ বছর ৪ মাস। এছাড়া বর্তমানে বিশ্বজুড়ে শারীরিকভাবে সুস্থ-সক্ষম থাকার গড় বয়স নেমেছে ৬১ বছর ৯ মাসে। এই হ্রাসের মধ্য দিয়ে বিশ্ব আবার ফিরে গেছে ২০১২ সালে। শুক্রবার এক বিবৃতিতে ডব্লিউএইচও'র মহাপরিচালক তেদ্রোস আধানম গেব্রিয়েসুস বলেন, গড় আয়ু হ্রাস পাওয়ার যে তথ্য আমাদের বার্তা দিচ্ছে যে শিগগিরই আমাদের সদস্যরাষ্ট্রগুলোর একটি মহামারি নিরাপত্তা চুক্তিতে আসা উচিত। এমন একটি চুক্তি যা বৈশ্বিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করবে, স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ নিশ্চিত করবে এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমতা নিশ্চিত করবে। এর আগে গত জানুয়ারিতে এ সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেটে। সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, করোনা মহামারির কারণে বিশ্বজুড়ে গড় আয়ু কমেছে ১ বছর ৬ মাস। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের গড় আয়ুর ওপর যে গভীর প্রভাব রেখে গেছে করোনা মহামারি, তা বিগত ৫০ বছরে অন্য কোনো রোগের বেলায় ঘটেনি।

আইসিজের নির্দেশ অমান্য, রাফায় হামলা চালাল ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার রাফা শহরে সামরিক অভিযান বন্ধের জন্য ইসরায়েলকে নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত (আইসিজে)। তবে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা সে রায় প্রত্যাখ্যান করে রাফায় অভিযান অব্যাহত রেখেছে। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সিদ্ধান্তের কয়েক মিনিট পরই ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান রাফাহ শহরের কেন্দ্রস্থলে শাবউরা ক্যাম্পে টানা হামলা চালাতে শুরু করে। হামলাস্থলের কাছাকাছি কুয়েত হাসপাতালের একজন কর্মী বিবিসিকে জানান, বোমা হামলার শব্দ ছিল ভয়ঙ্কর। ক্যাম্পের ওপর আটকে ছিল এই হামলার কালো ধোঁয়া। এ প্রসঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য বেনি গ্যান্টজ বলেন, বন্দীদের ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনে রাফাসহ যেকোনো স্থানে লড়াই চালিয়ে যেতে এবং ইসরায়েলিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরো বলেন, আমরা বেসামরিক নাগরিকদের সর্বোচ্চ সুরক্ষার জন্য যেকোনো স্থানেই আন্তর্জাতিক আইন মেনে অভিযান চালিয়ে যাব। এই প্রতিশ্রুতি আমাদের দায়বদ্ধতার স্থান থেকে, আইসিজের কারণে নয়। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজা উপত্যকায় হামাস-ইসরায়েলি বাহিনীর যুদ্ধ বাঁধার প্রায় দু'মাস পর গত ডিসেম্বরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে আদালতে মামলা করে দক্ষিণ আফ্রিকা। মামলার কার্যক্রমের মধ্যেই রাফায় অভিযান স্থগিতের আর্জি জানিয়ে আবেদন করেছিল বাদিপক্ষ। সেই আবেদনের জবাবে শুক্রবার রাফায় সামরিক অভিযান বন্ধের নির্দেশ দিয়ে রায় দেন আদালত। শুক্রবার জাতিসংঘ আদালতের এই রায়ের পর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এই রায়কে 'ভুয়া, ভয়ানক এবং ন্যায়বিচার পরিপন্থী' উল্লেখ করে বলা হয়, 'প্রত্যেক দেশেরই আন্তর্জাতিক আইন ও মূল্যবোধ অনুসরণের ভিত্তিতে নিজেদের নাগরিক ও সীমানা রক্ষার অধিকার রয়েছে এবং ইসরায়েল ঠিক তা ই করছে।'

মসজিদে প্রবেশ করে কুরআন পোড়াচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার একটি মসজিদের ভেতর পবিত্র কুরআন শরীফ পুড়িয়েছে এক ইসরায়েলি সেনা। এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এটি ছাড়াও একাধিক জায়গায় কুরআন ও ধর্মীয় অন্যান্য বই পোড়ানোর ছবি ও ভিডিও প্রকাশ হয়েছে।
ভিডিওটি নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) পুলিশ বিভাগ এ ঘটনা তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
কুরআন পোড়ানোর একাধিক ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেন ইসরায়েলি সেনারা। পরবর্তীতে ফিলিস্তিনিরা সেগুলো তাদের

অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেন।
একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, রাফা এলাকায় এক সেনা একটি কুরআন ধরে রেখেছেন। এরপর সেটি তিনি আগুনে ছুড়ে মারেন। আরেকটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গাজা সিটির আকসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর একটি বুক শেলভের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক সেনারা। ওই সময় পছনে থাকা শেলভের বইয়ে আগুন জ্বলতে দেখা যায়।
এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, তাদের পুলিশ বিভাগ এগুলো তদন্ত করছে। তদন্ত শেষে প্রতিবেদন মিলিটারি এডভোকেট জেনারেলে পাঠানো হবে।
এছাড়া কুরআন পোড়ানোর ঘটনার নিন্দাও জানিয়েছে প্রতিরক্ষা বাহিনী। তারা বলেছে, তাদের যে নীতি রয়েছে তার সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক এবং তারা সব ধরনের ধর্মের প্রতি সম্মান জানায়।

গাজায় নিখোঁজ ১৩ হাজার মানুষ, কী ঘটেছে তাদের সঙ্গে?

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যখন প্রতিনিয়ত মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, তখনো ১৩ হাজারের বেশি মানুষের কোন সন্ধান নেই, এক রকম নিখোঁজ তারা। এদের অনেকে হয়তো এখনো ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে আছে, কিন্তু অনেক মানবাধিকার সংস্থা বলছে বাকি অনেকেই সম্ভবত "গুমের" শিকার হয়েছেন। আহমেদ আবু ডিউক তার ভাই মুস্তাফাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন মাসের পর মাস ধরে।
যুদ্ধের কারণে শরণার্থী হওয়া এই পরিবারটি এখন খান ইউনিসের দক্ষিণে নাসের হাসপাতালের সামনের উঠানে আশ্রয় নেয়। তবে তারা যখন জানতে পারে যে কাছেই তাদের ঘর আগুনে পুড়ে গিয়েছে, তখন সেটার অবস্থা জানতে ওখানে যান মুস্তাফা। এরপর তিনি আর কখনোই ফিরে আসেন নি।
আমরা যতটা পারি খুঁজেছি, আহমেদ বলছিলেন একসময় যেখানে তাদের বাড়ি ছিল সেটা এখন পুড়ে যাওয়া এক ধ্বংসস্তুপ। আশেপাশের সব বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং অনেক উঁচু উঁচু ভবন মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে, বলেন তিনি।
অবসরপ্রাপ্ত অ্যাম্বুলেন্সের চালক মুস্তাফার খোঁজ চালাতে থাকে পরিবার, হামাস নিয়ন্ত্রিত সিভিল ডিফেন্সের দল ধ্বংসস্তুপের নিচ থেকে যেসব মৃতদেহ উদ্ধার করেছে সেখানে এবং নিকটস্থ গণকবরগুলোতে, কিন্তু তার দেখা পাওয়া যায় নি। আমাদের এখনো আশা যে হাসপাতালে প্রতিনিয়ত যেসব অ্যাম্বুলেন্স আসছে তার কোন একটাতে আমরা খুঁজে পাব তাকে, বলেন আহমেদ।
হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, এখন পর্যন্ত এই যুদ্ধে যে পরিমাণ মানুষ মারা গিয়েছে সেটি ৩৫ হাজারের বেশি, কিন্তু সংখ্যাটা শুধুমাত্র হাসপাতাল থেকে যে মৃতের সংখ্যা জানা গিয়েছে তার উপর ভিত্তি করে। মুস্তাফাদের মতো এমন অনেক

পরিবার আছে যারা আসলে জানেনা গত সাত মাসে নিখোঁজ হওয়া তাদের প্রিয়জনেরা কোথায় আছে, কেমন আছে। গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্ত পেরিয়ে হামাসের এক অতর্কিত হামলায় ১২০০ জন মারা যায় ও ২৫২ জনকে বন্দী করা হয়।
জবাবে ইসরায়েল এক সামরিক অভিযান শুরু করে। জেনেভা ভিত্তিক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ইউরো-মেড হিউম্যান রাইটস মনিটরের মতে, এই অভিযানে হাজার হাজার মানুষ মারা যাওয়ার পাশাপাশি ১৩ হাজারের উপর ফিলিস্তিনি নিখোঁজ হয়েছে, তাদের কোন সন্ধানই আর নেই। এই পরিসংখ্যানে কতজন হামাস যোদ্ধা ও কতজন সাধারণ নাগরিক আছে তা আলাদা করা নেই। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা সংস্থার অংশ গাজার সিভিল ডিফেন্সের হিসেবে ১০ হাজার উপর মানুষ শুধু এসব ধ্বংস হওয়া ভবনের নিচে চাপা পড়ে আছে। জাতিসংঘ হিসেব দিয়েছে গাজা উপত্যকাজুড়ে যে পরিমাণ ধ্বংসাবশেষ জমা হয়েছে তার পরিমাণ হবে প্রায় ৩৭ মিলিয়ন টন আর এর নিচে যেরকম শরীর চাপা পড়ে আছে তেমনি প্রায় আরও সাড়ে ৭ হাজার টন অবিস্ফোরিত গোলাবারুদ আছে, যা স্বেচ্ছাসেবক ও ত্রাণকর্মীদের জন্য আরেকটা ভয়াবহ হুমকি।
সিভিল ডিফেন্স বলছে তারা তাদের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ধ্বংসস্তুপের নিচ থেকে চাপা পড়া শরীর উদ্ধারে কাজ করছেন, কিন্তু তাদের খুবই সাধারণ কিছু যন্ত্রপাতি আছে যাতে প্রায়শই মৃতের শরীরে কাছে পেঁছানোটা কঠিন হয়ে যায়। এছাড়া আরেকটা শঙ্কাও আছে যে শরীর যদি না ঢেকে নিচে ওভাবেই পচাঁ অবস্থায় ফেলে রাখা হয়, তাহলে সামনে গরম যখন আরও বাড়বে তখন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটতে পারে। আবদুর রহমান ইয়াঘি নিচে চাপা পড়া তার আত্মীয়ের শরীর বের করতে গিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।
মধ্য গাজার দেইর আল বালাহ শহরে তাদের পরিবারের একটি তিনতলা বাড়ি ছিল, ২২শে ফেব্রুয়ারি যখন এতে মিসাইল আঘাত হানে তখন তার পরিবারের ৩৬ জন সদস্য সেই বাড়িতে ছিলেন। তিনি জানান ১৭টা মৃতদেহ তারা উদ্ধার করতে পেরেছেন, এছাড়া শরীরের যেসব অংশ বিশেষ পাওয়া গিয়েছে সেগুলো শনাক্ত করা যায় নি।
"আমরা বাড়িতে থাকা বেশির ভাগ শিশুর মৃতদেহ খুঁজে পাই নি," বলেন তিনি। সিভিল ডিফেন্স জাতিসংঘ ও অন্যান্য দেশ যাদের উদ্ধার কাজে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী কর্মী আছে তাদের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছে।
তারা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার কাছেও আবেদন করেছে যাতে এক্ষেত্রে "জরুরি হস্তক্ষেপ" করা হয় এবং ইসরায়েলের উপর চাপ দেয়া হয় যাতে তারা গাজায় উদ্ধারকাজের জন্য ভারী যন্ত্রপাতি আসার অনুমতি দেয়, কিন্তু তাদের সেই আবেদনে এখনো কোন সাড়া মিলেনি।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিশ্বাস যাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাদেরকে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ) তাদের পরিবারকে অন্ধকারে রেখে আটক করে থাকতে পারে, যেটাকে তারা বর্ণনা করছে "গুম" হিসেবে। ইউরো-মেড হিউম্যান রাইটস মনিটরের হিসেবে আইডিএফ পরিবারদের না জানিয়েই গাজার শত শত ফিলিস্তিনকে আটক করেছে।

আদালতের আদেশ মানা বাধ্যতামূলক: গুতেরেস

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) রায় মানার বাধ্যতাবাধকতা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। একই সঙ্গে গাজা যুদ্ধ ইস্যুতে আইসিজের রায় সকল পক্ষ অবশ্যই মেনে চলবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।
শুক্রবার জাতিসংঘের শীর্ষ আদালত গাজার রাফায় ইসরায়েলি অভিযান বন্ধে নির্দেশ দেওয়ার পর গুতেরেস এসব কথা বলেছেন বলে তার মুখপাত্র জানিয়েছেন।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, আদালতের রায় মানা বাধ্যতামূলক এবং তিনি বিশ্বাস করেন সকল পক্ষই আদালতের এ রায় মেনে চলবে।
শুক্রবারের রায়ে আইসিজের প্রধান বিচারপতি নওয়াফ সালাম বলেন, রাফায় তাৎক্ষণিকভাবে ইসরায়েলের যেকোনো হামলা বন্ধ করতে হবে। যে হামলায় গাজার ফিলিস্তিনি ও তাদের অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
রাফায় ইসরায়েলের হামলা বন্ধের দাবি নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের দারস্থ হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। দেশটি দাবি করে, গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এ কারণে সেখানে হামলা বন্ধ করতে হবে।
ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় এবং কয়েকশ মানুষকে হত্যা ও জিম্মি করে। এ হামলার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা চালায় ইসরায়েল। এ হামলায় ৩৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণ গেছে। নিহতদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি শিশু। অনেক অন্তঃসত্ত্বা নারীর প্রাণও গেছে। বেসামরিক এসব ফিলিস্তিনির মৃত্যুর বিচার চেয়ে গত নভেম্বরে আইসিজেতে মামলাটি করে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই মামলায় গতকাল অন্তর্বর্তী আদেশ দিলেন আইসিজে।

আফ্রিকায় প্রভাব হারাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

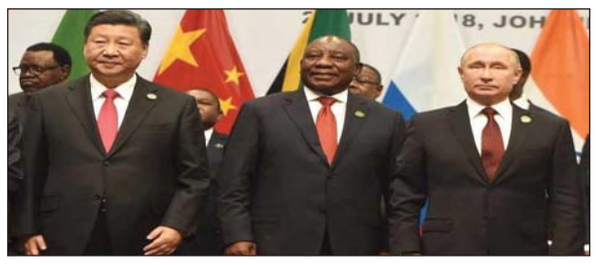

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিন ধরে উপস্থিতির পরও সেখানে সুবিধা করে উঠতে পারছে না। এক ইরানের কাছেই নাকানি চুবানি খাচ্ছে। সেখানে নতুন করে যুক্ত হয়েছে রাশিয়া ও চীন।
যুক্তরাষ্ট্রের এতদিনের খবরদারি এক তুড়িতেই ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন ও শি জিনপিং। এবার আফ্রিকা মহাদেশেও পায়ের নিচে মাটি সরছে যুক্তরাষ্ট্রের।
সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্রের। ঘরে-বাইরে সব জায়গায় ধরা খাচ্ছে বাইডেন প্রশাসন। এবার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আরো একটি খারাপ খবর দিয়েছে লন্ডনভিত্তিক থিংক ট্যাংক চ্যাটহ্যাম হাউস। তাদের দাবি, আফ্রিকায় নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়ছে যুক্তরাষ্ট্র। বেইজিংয়ের এমন অভাবনীয় আগ্রাসন ওয়াশিংটনকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। কিছুদিন আগে আফ্রিকার নাইজারে মার্কিন ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ে রাশিয়া। এবার চীনের কাছ থেকেও ধাক্কা খেতে পারে যুক্তরাষ্ট্র।
তিন দশকের বেশি সময় ধরে চীন একটি ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলছে। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বছরের প্রথম সফরটা আফ্রিকা মহাদেশেই করেন। এ বছর এর ব্যতিক্রম হয়নি। বছরের প্রথম সফরে বেরিয়ে মিশর, তিউনিশিয়া, টোগো ও আইভরি কোস্ট গিয়েছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। এ দেশগুলোর প্রতিটিরই উপকূলীয় অঞ্চল রয়েছে। তবে চ্যাটহ্যাম হাউসের মতে, চীনের লক্ষ্য অন্য কোথাও। এমন দেশে ঘাঁটি গাড়তে চায় চীন যে দেশের কোনো নৌ বা সমুদ্র বন্দর নেই।
বর্তমানে জিবুতিতে চীনের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। ২০১৭ সালে ওই ঘাঁটি চালুর পর এবার নাকি চীনের নজর নাইজারের দিকে। নাইজারে মার্কিন সামরিক বাহিনীর দুর্বলতার সুযোগে সেখানে ঢুকে পড়েছে রাশিয়া। এবার চীনও সেখানে ঢুকে পড়লে অবাক হওয়ার মতো কিছু ঘটবে না। গেল বছরের এপ্রিলে নাইজারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর যুক্তরাষ্ট্র অন্যকে মার খেয়ে অন্য কোথাও ঠিকানা খুঁজছে। আর সেই সুযোগটাই হয়তো কাজে লাগাতে চাইছে চীন।
যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ভারতও আফ্রিকায় নিজেদের 'পদচিহ্ন' রাখতে পারছে না বা হিমশিম খাচ্ছে। সবমিলিয়ে আফ্রিকায় চীনের দীর্ঘমেয়াদি ভিশন, বেইজিংকে অনন্য অবস্থানে নিয়ে গেছে। আর জিবুতির ঘাঁটির কারণে গালফ অব এডেনে চীনের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে, যা সোমালিয়ার জলদস্যুদের বিরুদ্ধে বেইজিংয়ে পদক্ষেপকে সহজ করে দিয়েছে। তবে চীনকে এটাও মাথায় রাখতে হবে, নাইজারে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র টিকতে পারেনি। তাই বুঝে শুনেই পদক্ষেপ নিতে হবে শি জিনপিংকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সীমান্তে আশ্রয় নিয়েছে ৪৫ হাজার রোহিঙ্গা: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ক্রমবর্ধমান লড়াইয়ে হত্যা এবং বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের কারণে প্রায় ৪৫ হাজার রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। শুক্রবার জাতিসংঘের মানবাধিকার দফতর এ তথ্য জানিয়েছে।
জানা গেছে, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বুথিডাং এবং মংডু শহরে জান্তা বাহিনী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে কয়েক হাজার বেসামরিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আনুমানিক ৪৫ হাজার রোহিঙ্গা নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী নাফ নদীর একটি এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে। যেখানে ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে আশ্রিত।
জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার বাংলাদেশ ও অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, যেন আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বাস্তুচ্যুত এই রোহিঙ্গাদের কার্যকর সুরক্ষা দেওয়া হয়। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতি নিশ্চিত করার ওপরও জোর দিয়েছেন তিনি।
প্রত্যক্ষদর্শী, স্যাটেলাইট ছবি এবং অনলাইন ভিডিও ও ছবিতে দেখা গেছে, বুথিডাং শহরটি ব্যাপকভাবে জ্বালায়ে দেওয়া হয়েছে। শহর থেকে সামরিক বাহিনীর পশ্চাদপসরণ করার এবং আরাকান আর্মি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দাবি করার দুই দিন পরে গত ১৭ মে আগুনের সূত্রপাত হয়। তবে এর জন্য কোন পক্ষ দায়ী সে সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো তথ্য পায়নি জাতিসংঘ। এক ব্যক্তি শহর থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় কয়েক ডজন মৃতদেহ পড়ে থাকে দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। আরেকজন বলেছেন, তিনি হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গার একটি দলের সঙ্গে ছিলেন। তারা বুথিডাং থেকে মংডু শহরের পশ্চিমে সংযোগকারী রাস্তায় আরাকান আর্মি হাতে অবরুদ্ধ হয়েছিল। ওই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা বর্ণনা করেছেন, আরাকান আর্মি তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেছে। শহরের প্রায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে রোহিঙ্গা গ্রামে যাওয়ার পথে তারা আরাকান আর্মির নিপীড়নের শিকার হন। গ্রামে গ্রামের হামলার কারণে আগেই সেখানকার রোহিঙ্গারা বাস্তুচ্যুত হয়েছিল, সেখানেই তারা আশ্রয়ে জন্য যাচ্ছিল। এই অঞ্চলে রোহিঙ্গারা কয়েক সপ্তাহ ধরে অপরিচিত অসংখ্য পরিবারের সঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়েছে, যেখানে পর্যাপ্ত খাবার নেই।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৯ মি.

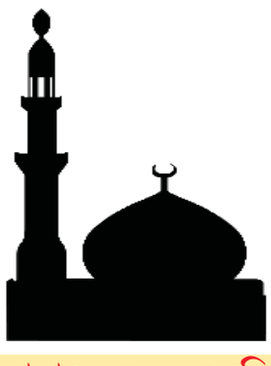

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২২	৪.৫২
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.১১	
মাগরিব	৬.১৯	
এশা	৭.৩৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

ইউক্রেনে জেলেনস্কির সময় শেষ: পুতিন

আপনজন ডেস্ক: বেলারুশে সফররত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কির পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তার কোনো বৈধতা নেই। রাশিয়া ও ইউক্রেন শান্তি আলোচনা শুরু করতে চাইলে এই বিষয়টি আইনি বাধা তৈরি করবে বলেও জানান তিনি। রাশিয়ার হামলার তৃতীয় বছরে ইউক্রেন বর্তমানে সামরিক আইনের অধীনে চলছে। সপ্তাহখানেক আগেই নিজের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মুখোমুখি হননি জেলেনস্কি।

ইসরায়েলে ২০ রকেট হামলা হিজবুল্লাহর, ক্ষয়ক্ষতি

আপনজন ডেস্ক: আবারো ইসরায়েলে রকেট হামলা চালিয়েছে লেবাননের হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা। উত্তর ইসরায়েলের আপার গ্যালিলি এলাকায় এই হামলা চালানো হয়। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইসরায়েলের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে অন্তত ২০টি রকেট ছোড়া হয়েছে। লেবানন থেকে ছোড়া এই রকেটে ইসরায়েলের ডোভেভ ও মানারা এলাকায় বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এ সব রকেট যে লেবানন থেকে ছোড়া হয়েছে তাও নিশ্চিত করেছে দখলদার বাহিনী। তবে দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় হিজবুল্লাহর সামরিক অবকাঠামোতে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে ফিলিস্তিনিদের পক্ষ নিয়ে ইসরায়েলে হামলা চালাচ্ছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। এই সংগঠনটিকে সামরিক সহায়তা দিয়ে থাকে ইরান। তবে হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে পাল্টা হামলাও চালাচ্ছে ইসরায়েল। তবে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের আদেশকে নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য, জঘন্য ও বিরক্তিকর বলে অভিহিত করেছে ইসরায়েল। তাছাড়া দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যে গণহত্যা চালানোর অভিযোগ করা হয়েছে তাও মিথ্যা বলে জানানো হয়েছে।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি হামাসের পুরস্কার নয়: বোরেল

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল বলেছেন, 'ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হামাসের জন্য উপহার নয়, বরং তার বিপরীত কিছু। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করা মানে হামাসকে শক্তিশালী করা নয় বরং এর পুরোপুরি বিপরীত। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ফিলিস্তিনি সমাজের সেই অংশটিকে শক্তিশালী করা, যাদের আমরা স্বীকৃতি দিই এবং যাদের সঙ্গে আমরা কাজ করি।
শুক্রবার স্পেনে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, যখনই কেউ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ইসরায়েলের পক্ষ থেকে তাকে ইহুদিবিদ্বেষী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।
আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে ও স্পেন বুধবার (২২ মে) বলেছে, ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ করতে ২৮ মে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে তারা। এছাড়া এক দশক আগে থেমে যাওয়া শান্তি আলোচনা পুনরুজ্জীবিত করবে এই দেশগুলো।
নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গর স্তোর বলেন, যদি (ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে) স্বীকৃতি না দেওয়া হয়, তবে মধ্যপ্রাচ্যে কখনোই শান্তি আসবে না।

উত্তর কেনিয়ায় সোনার খনিতে ধস, নিহত অন্তত ৫

আপনজন ডেস্ক: কেনিয়ার উত্তরাঞ্চলে একটি সোনার খনিতে ধসে অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন। চলতি বছরের মার্চ মাসে খনিটিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় গণমাধ্যম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
আঞ্চলিক কমিশনার পল রোটিচ শুক্রবার রাতে রয়টার্সকে ফোনে জানান, হিলো খনি থেকে পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আরও তিনজনকে খোঁজা হচ্ছে। রোটিচ আরও বলেন, উদ্ধারকারী পুলিশ ও আমাদের প্রধানদের থেকে পাওয়া তথ্যমতে, যখন খনি ধসে পড়ে তখন আটজন শ্রমিক চাপা পড়েন।
কেনিয়ার সংবাদমাধ্যম এনটিভি শনিবার সকালে জানিয়েছে, আহত দুজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
মারসাবিট কাউন্টি কমিশনার ডেভিড সারুনি বলেন, বৃষ্টির কারণে জায়গাটি ডুবে গেছে। গত কয়েক সপ্তাহের প্রবল বর্ষণে সারাদেশে বন্যা ও ভূমিধসে শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। সিটিজেন টিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই এলাকায় প্রবেশ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন লোক নিহত হন। তাই গত মার্চ মাসে ইথিওপিয়ান সীমান্তের কাছে কর্তৃপক্ষ খনিটি বন্ধ করে দেয়।
এরপরও খনিতে কাজ অব্যাহত ছিল।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৪২ সংখ্যা, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ১৭ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

‘উন্নত মম শির’

১১ জ্যৈষ্ঠ। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের এই দিনে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে ঐতিহ্যবাহী এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ কাজী আমিন উল্লাহর পুত্র কাজী ফকির আহমেদের দ্বিতীয় স্ত্রী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান ছিলেন তিনি। তাহার বাবা ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও মাজারের খাদেম। অথচ মেধা ও প্রতিভাগুণে তিনিই একসময় হইয়া উঠেন বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তাহার সাহিত্যসাধনা আজও বাঙালি চিন্তাচেতনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া রহিয়াছে।

কাজী নজরুল ইসলাম বিংশ শতাব্দীর বাঙালির মনন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এক শতাব্দীরও অধিক কাল পরও তিনি আমাদের শিল্প-সাহিত্যের মানস তৈরিতে রহিয়াছেন মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে। তাহার কবিতা ও গান আজও মানুষের হৃদয় স্পর্শ করিয়া যায়। তাহার বিদ্রোহী সত্তা আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের জন্য ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক। আজও যখন নেতাকর্মীরা সভা-সমাবেশে তাহার বিদ্রোহী কবিতার কিয়দংশ পাঠ করেন, তখন সাধারণ কর্মীরা উজ্জীবিত হন। তিনি লিখিয়াছেন : ‘কারার ঐ লৌহকপাট, /ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট, /রক্তজমাট /শিকল পূজার পাষাণ-বেদী। /ওরে ও তরুণ ঈশান! /বাজা তোর প্রলয় বিষাণ! /ধ্বংস নিশান /উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি’। এই ধরনের নানা টগবগে কবিতা-গান যুগে যুগে অত্যাচারিত, উত্‌পীড়িত ও অসহায় মানুষকে উজ্জীবিত করিয়া আসিতেছে। অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইলেও কাজী নজরুল ইসলামকে আমাদের প্রয়োজন। তাই তিনি এখনো প্রাসঙ্গিক এবং তাহার প্রাসঙ্গিকতা কখনোই ফুরাইয়া যাইবার নহে। দেশে দেশে মজলুম মানুষের জন্য তিনি এক আদর্শ মূর্তপ্রতীক। এই জন্য তিনি মানুষের হৃদয়ে চিরজাগরুক হইয়া থাকিবেন।

কাজী নজরুল ইসলাম যে শুধু বিদ্রোহী কবি ছিলেন, তাহা নহে। ইহার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন রোমান্টিক কবিও। প্রেম ও ভালোবাসা লইয়া তাহার শত শত গান ও কবিতা রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :‘মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী দেব খোঁপায় তারার ফুল / কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল’। তিনি ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির ধারক-বাহক ছিলেন তিনি। এই কারণে তিনি হামদ-নাত-গজল যেমন লিখিয়াছেন, তেমনি ইহার পাশাপাশি লিখিয়াছেন শ্যামাসংগীত ও বৈষ্ণবপদ। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের শাসনামলে এই দেশের ভাষা ও সাহিত্য সমাদৃত হয়। হিন্দু-মুসলিম দেশীয় কবি-সাহিত্যিকরা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সেই সমন্বয়বাদীর চিন্তাধারার আলোকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ ও মুসলমান সুফিসাধকদের মানবতবাদী দর্শন—এই দুইয়ের সংমিশ্রণে এক অসামান্য সাহিত্য-সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে নজরুলের শক্তিশালী কলমের ছোঁয়ায়।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন সংগ্রামী কবি। তাহার অপর নাম দুখু মিয়া। দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করিয়া তিনি দারিদ্র্যকে দান করিয়াছেন খ্রিষ্টের সম্মান। ছোটকালে পিতৃহীন এই ছেলেটিকে মসজিদে মোয়াজ্জিন ও মক্তবে শিক্ষতার চাকুরি করিতে হইলেও তিনি একসময় যাত্রাগান লেটোগানের আসরে যোগদান করেন। ইহা হইতেই তাহার কবিপ্রতিভা বিচ্ছুরিত হইতে শুরু করে। তাহার রুটির দোকানে কাজ করা কিংবা সৈনিক হিসাবে অভিজ্ঞতা লাভ—উভয়ই তাহার বিদ্রোহী মানস গঠনে সহায়তা করিয়াছে। সবচাইতে বড় ব্যাপার হইল, কাজী পরিবার মোগল আমলে ছিল বিচারক, অভিজাত এবং মানমর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী; কিন্তু ইংরেজরা এতদঞ্চলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে কাজীদের জীবন-জীবিকা যেমন হুমকির মধ্যে পড়ে, তেমনি মানমর্যাদায়ও বড় রকমের আঘাত আসে। এই ক্ষয়িষ্ণু পরিবারেই বাংলা সাহিত্যের একজন দিকপালের জন্মগ্রহণ করাটা কি বিস্ময়কর নহে? কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকল নজরুলভক্ত ও গবেষকের প্রতি আমরা জানাই শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। নজরুলের সাম্য, শান্তি, প্রেম ও দ্রোহের বাণী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিশ্বের তাবত্‌ মানুষকে অনুপ্রাণিত করুক, ইহাই আমরা কামনা করি। অনুবাদের মাধ্যমে নজরুলসাহিত্য ও তাহার মর্মবাণীকে এখন ছড়াইয়া দিতে হইবে বিশ্বব্যাপী। দেশে-বিদেশে নজরুলচর্চা আরো বাড়িলে আমাদের আজিকার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন সুন্দর ও সার্থক হইবে।

• • • • • • • • • • • • •

প্রেসিডেন্ট রাইসির ইন্তেকাল

কেমন হতে পারে মধ্যপ্রাচ্যের নয়া সমীকরণ?

সাড়ে ৫ দশক শাসনের পর পশ্চিমাদের বশংবদ পাহলভী রাজতন্ত্রের পতন এবং ঐতিহাসিক ইসলামী বিপ্লব ছিল ইরানের রাজনীতির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে সবথেকে বড় মাইলফলক। তারপর দ্বিতীয় বাঁকবদল বলা যায় ২০১৫ সালে পশ্চিমাদের সঙ্গে পরমাণু সমঝোতায় স্বাক্ষর। ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে আমেরিকাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া এবং রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ- একই সঙ্গে দু দুটো পটপরিবর্তন ইরানকে এক ধাক্কায় বহু যোজন এগিয়ে দিয়েছিল। এরপর তৃতীয় স্মরণীয় ঘটনা হল ১৯ মে ২০২৪। তবে ১৯৭৯ আর ২০১৫ জয়ের স্মারক হয়ে থাকলেও গত রবিবার ছিল বিয়োগান্তক দিন, ইরানের ভাগ্যাকাশে এক অন্ধকারময় দিন হিসেবে চিহ্নিত হল ২০২৪ সালের ১৯ মে। লিখেছেন **মুদাসসির নিয়াজ..**

সাড়ে ৫ দশক শাসনের পর পশ্চিমাদের বশংবদ পাহলভী রাজতন্ত্রের পতন এবং ঐতিহাসিক ইসলামী বিপ্লব ছিল ইরানের রাজনীতির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে সবথেকে বড় মাইলফলক। তারপর দ্বিতীয় বাঁকবদল বলা যায় ২০১৫ সালে পশ্চিমাদের সঙ্গে পরমাণু সমঝোতায় স্বাক্ষর। ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে আমেরিকাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া এবং রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ -- একই সঙ্গে দু দুটো পটপরিবর্তন ইরানকে এক ধাক্কায় বহু যোজন এগিয়ে দিয়েছিল। এরপর তৃতীয় স্মরণীয় ঘটনা হল ১৯ মে ২০২৪। তবে ১৯৭৯ আর ২০১৫ জয়ের স্মারক হয়ে থাকলেও গত রবিবার ছিল বিয়োগান্তক দিন, ইরানের ভাগ্যাকাশে এক অন্ধকারময় দিন হিসেবে চিহ্নিত হল ২০২৪ সালের ১৯ মে।

এইদিন রহস্যজনকভাবে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল হয় ইরানের প্রেসিডেন্ট ড. ইব্রাহিম রাইসি ও বিদেশমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান সহ একঝাঁক (৮ জন) শীর্ষ কর্মকর্তার। এই মর্মান্তিক ইন্তেকালে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে কোন বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে কিনা বা এর প্রভাব কেমন হতে পারে, তার জেরে কি মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সমীকরণ উদ্ভূত হতে পারে – এসবই এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়। এটাই এখন লক্ষ ডলারের প্রশ্ন। স্বভাবতই আন্তর্জাতিক মিডিয়ার পাখির চোখও এখন সেটাই।

মনে করা হচ্ছে, ইরানের প্রভাবশালী এই দুই নেতার রহস্য-মৃত্যুতে আমূল বদলে যেতে পারে মধ্যপ্রাচ্যের সমীকরণ।

রাইসির অবর্তমানে ইসরায়েলই সবচেয়ে লাভবান হবে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। কারণ, ইসরাইল ও পশ্চিমারা মনে করে, মধ্যপ্রাচ্যে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে নাকি সামরিক সহায়তা দিয়ে আসছিল তেহরান। বিশেষ করে লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন, বাহরাইন ও ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর অর্থ ও অস্ত্রের অন্যতম জোগানদাতা নাকি ছিল ইরান। আর এসব গোষ্ঠী নাকি মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা ও ইসরায়েলি স্বার্থের জন্য ক্রমাগত হুমকি তৈরি করে আসছিল।

গত ১৪ এপ্রিল রাইসি সরকার মধ্যপ্রাচ্যের জারজ রাষ্ট্র ইসরায়েলের অভ্যন্তরে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছিল। পাল্টা ইসরায়েলও ইরানের ইস্ফাহান শহরে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এই ঘটনার আগে কেউ কখনও কল্পনাই করতে পারেনি যে, মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ ইসরায়েলে হামলা করতে পারে। কারণ, মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র ইসরাইল হল হাতি, আর ইরান বাদে এই অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলো সবাই নেঙটি ইঁদুর। শুধু ইরান হল ধেড়ে ইঁদুর। ‘পার্বত্য মুষিক’ রূপী ইরান সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিল। যার প্রধান সৈনিক ছিলেন সদ্য প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ড. ইব্রাহিম রাইসি।

এর আগে ইসরাইলের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পর্যন্ত দেখাতে পারেনি কোনও মুসলিম দেশ। রাইসির নেতৃত্বে ইরান সেই আবহমান ভয়ের মিথ ভেঙে দিয়ে চোখ তুলে শুধু তাকায়নি বা শুধু চোখ রাঙায়নি, বরং চোখে চোখ রেখে ইসরাইলে হামলা করার মতো স্পর্ধা দেখিয়েছে। বলাবাহুল্য, ইসরাইলের হাম্বড়িয়াকে ফুচকা বানিয়ে দিয়েছিল ইরান। যা ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের পর নজিরবিহীন। মিডিয়া ইরানের এই দুঃসাহসকে যুদ্ধবাজ বলে ফলাও করে প্রচার করেছে। কিন্তু এর নেপথ্য কারণ নিয়ে কেউ মুখ খোলেনি বা টুঁ-শব্দ করেনি।

সেটা ছিল ১ এপ্রিল ২০২৪ সিরিয়ার দামেস্কে ইরানের কন্স্যুলেটে ইসরাইল প্রথম হামলা চালায়। যাতে ইরানের দু’জন কমান্ডার সহ কমপক্ষে সাতজন জওয়ান নিহত হন। দামেস্কে ইরানি কন্স্যুলেট ভবন মাটির সঙ্গে মিশে যায়। এরই প্রতিশোধ নিতে দু-সপ্তাহ পর ইসরাইলে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ছোড়ে ইরান। অবশ্য ইসরাইলও ইরানের পাল্টা হামলা করে জবাব দেয়। এখানে স্মরণীয় যে, ২০২০ সালের ৩ জানুয়ারি বাগদাদে ইরানি কমান্ডার জেনারেল কাশেম সোলাইমানি গুপ্তহত্যার শিকার হন। সাড়ে তিন বছরেও সেই হত্যার প্রতিশোধ ইরান এখনও নেয়নি। তারা সবর ও সংযমের নীতি নিয়েছিল।

অন্যদিকে, গত কয়েক দশক ধরে ইরানের পরমাণু কার্যক্রম নিয়ে বেশ অসন্তুষ্ট ইসরায়েল ও পশ্চিমারা। এ ব্যাপারে ইরান-বিরোধিতার তালিকায় তারা পাশে পেয়েছে আরব বিশ্বের বিভীষণ বা নারদ বলে কথিত সৌদি আরবকে। কিন্তু তাদের তোয়াক্কা না করে, অশুভ ত্রিশক্তির ভ্রূকুটির পরোয়া না করে এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনেই পরমাণু কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। এমনকি বেশ কয়েকবার ইসরায়েলকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার হুমকিও দেন তিনি। এ কারণে জায়নবাদী ইসরাইলের চক্ষুশূল ছিলেন রাইসি।

রাইসির মৃত্যু শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়; বরং সমগ্র মধ্য এশিয়া ও ইউরোপীয় তথা পশ্চিমা ভূ-রাজনীতিতেও সুদূর প্রসারী

প্রভাব ফেলতে পারে। এমনিতেই ইসরাইল এবং ইরানের মধ্যে বৈরিতা মান্ধাতা আমলের। আমেরিকার সঙ্গেও ইরানের সম্পর্ক বরাবরই সাপে নেউলে।

এই প্রেক্ষিতে ইরানি প্রেসিডেন্ট ও বিদেশমন্ত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর আমেরিকার ভূমিকা কেমন হবে – তা এখনও স্পষ্ট নয়। ওয়াশিংটন থেকে এখনও তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এমনিতেই তেহরান শক্তিশালী পরমাণু কর্মসূচির দিকে এগোচ্ছে বলে গত কয়েক বছরকে মার্কিন-ইরান সম্পর্কে সঙ্কটজনক পরিবর্তনের সময় হিসেবে দেখা হয়। ২০১৫ সালের ১৪ জুলাই প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. হাসান রুহানির মধ্যে ঐতিহাসিক পরমাণু চুক্তি সই হয় অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়। রাষ্ট্রসংঘের অধীনস্ত আন্তর্জাতিক পরমাণু নিরীক্ষণ সংস্থা আইএইএ-র তত্ত্বাবধানে সেই চুক্তিতে আমেরিকা ও ইরান ছাড়াও সই করেছিল নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশ রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জার্মানি। কিন্তু ২০১৮ সালের ৮ মে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ব জনমতকে পদদলিত করে সেই চুক্তি ছেড়ে বেরিয়ে যান। একই সঙ্গে তেহরানের ওপর একঝাঁক কঠোর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেন।

২০২১ সালে রাইসি ইরানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে বাইডেন সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। এতে নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল হলেও পুরোপুরি সফল হননি রাইসি। বাইডেন তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তিতে ফেরার কথা বললেও তিনি সেই অঙ্গীকার রাখতে পারেননি। আবার গতবছর ৭ অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় ইসরাইল একতরফা সামরিক হামলা শুরু করলে বাইডেন খ্রিস্টান হলেও একইসঙ্গে নিজেকে যায়নবাদী বলে সদর্পে ঘোষণা করেন এবং ইসরাইলকে দফায় দফায় অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য দিয়ে চলেছেন। যেটা প্রেসিডেন্ট রাইসি ভালভাবে নেননি। কারণ, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান বর্বরোচিত ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যাকে কেন্দ্র করে কার্যত ছায়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল ইরান ও ইসরাইল। পর্যায়ক্রমে মনে হচ্ছিল যুদ্ধটা যেন ইসরাইলের সঙ্গে ইরানের।

একথা অনস্বীকার্য যে, জেরুজালেমস্থিত পবিত্র মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাসকে ইসরাইল একরকম গাজোয়ারি করে অধিকার করে রেখেছে এবং ইসলামী সভ্যতার তৃতীয় বৃহত্তম ঐতিহ্যবাহী ও মুসলিম বিশ্বের প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করে ইসরাইল ও যায়নবাদীরা। তাদের মকসদ হল, মসজিদুল আকসাকে পুরোপুরি দখল করে জেরুসালেম-সহ পশ্চিম তীরকে অধিগ্রহণ করে গ্রেটার ইসরাইল রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা। এই নিয়ে বিগত ৭ দশক ধরে অনেক জলঘোলা হচ্ছে। আর এই ইস্যুতে ইরান প্রথম থেকেই নানাভাবে ঘুঁটি সাজিয়ে চলেছে, যাতে ইসরাইল কোনভাবেই কামিয়াব না হতে পারে। আর সুবিধাবাদী ও কায়েমী স্বার্থবাদী আরবরা সেই ঘোলা জলে নেমে মাছ ধরে সেই মাছ আমেরিকা ও ইসরাইলকে উপহার দিয়ে নিজেদের রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে মরিয়া প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট রাইসির ইন্তেকালে ইরানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে ২৮ জুন। তাতে জয়ী হয়ে যিনিই পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান হন না কেন, ফিলিস্তিন ও বায়তুল মুকাদ্দাস ইস্যুতে তাদের সবার একই নীতি ছিল, আছে ও থাকবে ইনশা আল্লাহ। এ বিষয়ে তারা ইসরাইলকে বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী ছাড়বে না। যাকে বলে জিরো টলারেন্স। জীবন দিয়ে, শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করবে, তবু পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস কিছুতেই ইসরাইলকে ছিনিয়ে নিতে দেবে না ইরান।

অন্যদিকে সৌদি আরবের সঙ্গে ইরানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ৬ এপ্রিল ২০২৩ চীনের দৌত্যে চুক্তি সই হয়। ফলে বহুকাল ইরানের সঙ্গে সৌদির সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায় থাকলেও ইদানীং তা অনেকটা স্বাভাবিক হচ্ছিল। দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর পর উভয় দেশ পারস্পরিক দূতাবাস চালু করেছে। কিন্তু শুরু থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের দুই যুযুধান দেশ সৌদি ও ইরানের মধ্যে শত্রুতা ভুলে এই বন্ধুত্ব মেনে নিতে পারছে না আমেরিকা ও ইসরাইল। তার চায়, ইরান সৌদি আদায় কাঁচকলায় থাকুক। কিন্তু চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। আমেরিকাকে কাঁচকলা দেখিয়ে ইরানের সঙ্গে মিতালি পাঠালো সৌদি। অবিশ্বাস্য এই মধু চন্দ্রিমায় বাইডেন বাবাজির চক্ষু চড়কগাছ। আর নেতানিয়াহু কপাল চাপড়ে হাহুতাশ করে বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, এতকাল কি তাহলে দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি!

একইসঙ্গে মার্কিন বলয় থেকে বেরিয়ে চীনা বলয়ে ইরান ও সৌদির একযোগে প্রবেশ আমেরিকার ইগোতে খুব লাগছিল। বিশ্বমোড়ল হিসেবে আমেরিকা যে এতকাল ধরে একচেটিয়া দাদাগিরি চালিয়ে আসছিল, ছড়ি ঘোরাচ্ছিল এবং সব ব্যাপারে ইসরাইলকে শিখণ্ডী করে ওয়াশিংটন যে কলকাঠি নাড়ছিল, তাতে কাবাব মে হাড্ডি হয়ে দেখা দিয়েছিল সুন্নি ব্রিগেড সৌদির সঙ্গে শিয়া পাওয়ার হাউস ইরানের করমর্দন।

আমেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্ব এবং ইসরাইল বরাবরই সৌদি ও ইরানকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে রেখে মুসলিম বিশ্বে ফায়দা তুলে আসছে। যাকে বলে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি। আর এ জন্যই সৌদি ও ইরানের সন্ধির পিছনে অভিসন্ধি বা দুরভিসন্ধি আছে কিনা, অনেক তালাশ করেও বিন্দু বিসর্গ খুঁজে পায়নি বাইডেন নেতানিয়াহু জুড়ি।

এই লক্ষ্য পূরণেই তাদের হাতিয়ার ছিল সুন্নি সৌদি বনাম শিয়া ইরান। এই শিয়া-সুন্নি তত্ত্ব আমদানি করেই মুসলিম দুনিয়াকে আড়াআড়ি বিভাজন করে রেখে মুসলিম বিশ্বের নটে গাছটিকে মুড়িয়ে নেপো সেজে দই মারছিল আমেরিকা ও ইসরাইল। কিন্তু চীন সেই পাঁয়তারা বানচাল করতে পশ্চিমা ও ইসরাইলের বাড়া ভাতে ছাই ফেলে সৌদি ও ইরানকে গালাগালির বদলে গলাগলি করিয়ে দেয়। এটাই হল আমেরিকা ও ইসরাইলের গাত্রদাহের প্রধান কারণ। তাদের ভয় হল, আমে দুধে মিশে গেলে তো আঁটি গড়াগড়ি খাবে, দাঁত কপাটি লেগে যাবে, তাদের তো আর কোনো কদর থাকবে না।

যদিও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগান একাধিকবার বলেছেন, ইসলামে শিয়া-সুন্নি বলে কিছু নেই। কোনও নবী, রাসূল, সাহাবী শিয়া কিংবা সুন্নি ছিলেন না। তাঁরা সকলেই ছিলেন এক আল্লাহ ও এক ইসলামের নিরঙ্কুশ অনুসারী। শিয়া-সুন্নি তত্ত্ব পশ্চিমারা আমদানি করেছে মুসলিম জাহানকে দু-ভাগ করে মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল করার লক্ষ্যে। কিন্তু এরদোগানের সেই বাস্তব কথন কেউই অন্তর থেকে মানতে পারেনি, পারছে না। ইস্যুভিত্তিক সাময়িক কিছুটা সুমতি হলেও, বা বোধোদয় হলেও, জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ ঘটলেও ইগো বড় বালাই। এই ইগোই মুসলিম দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে দিচ্ছে না। ইরান আর তুরস্ক ছাড়া ৫৫ টা দেশের কারো ৫৭ ইঞ্চি ছাতি নেই। এখনও যদি এদের সম্বিৎ না ফেরে, আক্কেল যদি না ফেরে, অগত্যা চড়া সেলামি দিতে হবে। না হলে খুড়োর কল আর ফ্যাচাং কল থেকে বাঁচা দায়। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে তখন আর ইউ টার্ন নেওয়া সম্ভব নয় হুজুর।

কেউ আমাকে মূর্খ বা পাগল ভাবতে পারেন, আমি ঈশ্বরপ্রেরিত: মোদি

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের লোকসভা ভোট এবারের মতো আর কখনো এত রঙিন, এমন আলোচিত ও বিতর্কিত হয়ে ওঠেনি। শাসক দল ও বিরোধীদের মধ্যে আশার পেন্ডুলামও আগে কখনো এভাবে দোদুল্যমান হয়নি। বিরোধীদের হতবাক করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ভাষণের ভিন্নতা ও সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে কখনো এভাবে নিজেকে পাদপ্রদীপের সামনে হাজির করেননি। ভারতের কোনো রাজনৈতিক নেতাও কোনো দিন বলেননি, ‘আমি অবিনশ্বর।’

ভোট যত শেষের দিকে এগিয়েছে, নরেন্দ্র মোদি ততই নিজেকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলে জাহির করেছেন। একবার নয়, দুবার নয়, বারবার জনতাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ‘তিনি ঈশ্বর! তিনিই পরমাত্মা!’ তিনি বলেছেন, ‘কেউ আমাকে মূর্খ বা পাগল ভাবতে পারেন। কিন্তু আমি জানি, আমি ঈশ্বরপ্রেরিত।’

এবারের ভোট পর্ব শুরুর আগে জনপ্রিয় ধারণা ছিল, মোদি-মাহাত্ম্যের তোড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে বিরোধীরা। সেই ধারণা জনমনে গেড়ে দিতে মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি শুরু করে দারুণ এক মনস্তাত্ত্বিক প্রচার—‘৪০০ পার’। প্রথমবারের ২৮২ ছাপিয়ে দ্বিতীয়বার ৩০৩ আসন পাওয়া মোদি তাঁর দলের নিজস্ব লক্ষ্য ৩৭০ আসন স্থির করে দেন। জোটের প্রাপ্তির সম্ভাব্য সংখ্যা করে তোলেন নির্বাচনী স্লোগান, ‘আগলি বার চার শ পার’। বিজেপি ভোট শুরুও করে সেই আশা আঁকড়ে। তুলনায় বিরোধীরা ছিল নিতান্তই নিষ্প্রভ।

অথচ প্রথম দফার ভোটের পরই ভোজবাজির মতো বদলে গেল চালচিত্র। যা ছিল নিস্তরঙ্গ দিঘি, তাতেই আচমকা ঢেউ তুলল বিরোধীকুল। দেশবাসীও অবাক হয়ে দেখল, প্রধানমন্ত্রী কীভাবে বদলে দিলেন প্রচারের ঢং। তাঁর ভাষণ, ভাষণের বিষয়বস্তু, তাঁর শরীরী ভাষা, তাঁর বাচনভঙ্গি মুহূর্তের মধ্যে ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করল। সেই বিচ্যুতি তাঁদের সম্ভাব্য স্খলনের শঙ্কাজনিত স্নায়ুবৈকল্য এবং সেই কারণে পরিচিত ‘হিন্দু-মুসলমান’ গাঙে অবগাহনের সিদ্ধান্ত কি না, শুরু হয় সেই বিচার।

কার্যকারণ যা-ই হোক, উন্নয়ন, প্রগতি ও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানো মোদির অবাক বিবর্তন বিরোধীদের জয় সম্পর্কে আশাবাদী করে তোলে। সেই প্রথম বোঝা গেল, এবারের লোকসভা ভোটের চরিত্র পুরোপুরি স্থানীয় ও আঞ্চলিক। কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে সব প্রদেশের মানুষ ভাবিত নয়। তাই, কোথাও ভোটের হাওয়া নেই। উদ্দীপনা নেই। টইটম্বুর উৎসাহ নেই। মোদির নামে জনপ্লাবন নেই। বরং মানুষ সরব বেকারত্ব নিয়ে। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে। সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষা নিয়ে। এই উপলব্ধি কিন্তু আলোচনার অলিন্দ থেকে নরেন্দ্র মোদিকে সরাতে পারেনি। বরং তাঁর ভাষণের ভিন্নতা হয়ে দাঁড়ায় মূল আকর্ষণ ও বিতর্কের আধার।

যেমন কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারে ‘মুসলিম লীগের ছোঁয়া’, কংগ্রেসের ‘অতিমাত্রায় মুসলমান প্রীতি’ নিয়ে মোদির মাত্রাছাড়া সরব হওয়া। এবং তা করতে গিয়ে কল্পনায় ভেসে ‘তুষ্টিকরণের’ আজগুবি ছবি আঁকা। কেমন ছবি? না, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে দেশের সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করবে। সে জন্য ঘরে ঘরে একধরনের এক্স-রে মেশিন নিয়ে হানা দেবে। কারও ঘরে দুটি মহিষ থাকলে একটা কেড়ে নেবে। জমি, ঘরবাড়ি কেড়ে নেবে। এমনকি বিবাহিত মা-বোনেদের গলা থেকে পবিত্র মঙ্গলসূত্র ছিনিয়ে বিলিয়ে দেবে তাদের, যারা শুধু ‘কাঁড়ি কাঁড়ি বাচ্চা পয়দা করে’ও যারা ‘অনুপ্রবেশকারী’।

লড়াই জিততে এই প্রচার পুরোপুরি সাম্প্রদায়িকতায় গা ভাসানোর অভিযোগে মাখামাখি হলেও মোদি সেই চেনা রাস্তা থেকে সরে এলেন না। গত ১০ বছরের সাফল্যের খতিয়ান মেলে ধরার ঝুঁকিও নিলেন না। তাঁর মুখে অনবরত শোনা যেতে লাগল বিরোধীদের ‘সাম্প্রদায়িকতা’, তাদের ‘জাতিবাদী চরিত্র’, ‘পরিবারবাদী মানসিকতার’ নিদর্শন এবং পাঁচ বছরে পাঁচজন প্রধানমন্ত্রী পাওয়ার সাতকাহন।

পাঁচ দফার নির্বাচন সাঙ্গ হওয়ার পর প্রচারের একঘেয়েমিও কাটিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। নিজেকে এবার তিনি নবরূপে জাহির করলেন। বারানসির ঘাটে গঙ্গাপূজা সেরে দেশবাসীকে তিনি শোনালেন, জৈবিক মা গত হওয়ার পর মা গঙ্গা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন। কোল পেতে দিয়েছেন। ওইটুকুতেই কিন্তু মোদি থামেননি। গঙ্গাবিহারের সময় তিনি বলে, মায়ের মৃত্যুর পর উপলব্ধি করেছেন, হয়তো জৈবিকভাবে তাঁর জন্ম হয়নি। স্বয়ং ঈশ্বর নির্দিষ্ট কিছু কাজ করানোর জন্য তাঁকে ধরাধামে পাঠিয়েছেন, যা কিছু করানোর পরমাত্মাই তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন।

মোদির কথায়, ‘সমালোচকেরা, বামপন্থীরা হয়তো আমায় ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু সত্য হলো, এই কাজের শক্তি কোনো জৈবিক দেহ থেকে উৎসারিত হতে পারে না। ঈশ্বরই আমাকে পাঠিয়েছেন। আমাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য। আমি এক যন্ত্রমাত্র। যা কিছু আমি করছি, তা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী। তিনিই আমাকে দিয়ে সব করিয়ে নিচ্ছেন।’

কী সেই কর্তব্য? মোদি তার ব্যাখ্যাও দিতে ভোলেননি। ‘বিকশিত ভারত’। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিকশিত করে তোলাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। সেই কাজ শেষ করার আগে তাঁর মুক্তি নেই। তিনি চাইলেও মরতে পারবেন না। অদ্ভুত ভাষণের জন্য নরেন্দ্র মোদি আলোচিত অনেক দিনই। কিন্তু তাতে তাঁর ভক্তের সংখ্যা কমেনি। জনপ্রিয়তা নিম্নমুখী হয়নি। ২০১৯ সালে বালাকোটে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর তিনি মেঘের সঙ্গে রাডারের সম্পর্কের ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিমানবাহিনীকে বলেছিলেন, মেঘ ও বৃষ্টিতে সুবিধেই হবে। রাডারের চোখ এড়িয়ে কাজ হাসিল করা যাবে। মোদি বেকারত্ব ঘোচানোর দাওয়াই দিয়ে বলেছিলেন, নর্দমায় গ্যাস সৃষ্টি হয়। তাই নর্দমায় পাইপ ফেলে সেই গ্যাস জ্বালিয়ে রান্না করা যায়। সেই ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে পাঞ্জাবে ভোটের প্রচারে গিয়ে গত বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষমতায় থাকলে আত্মসমর্পণ করা সেনাদের মুক্তির বিনিময়ে তিনি পাকিস্তানের কাছ থেকে কারতারপুর সাহেব গুরুদুয়ারা কেড়ে শিখ সমাজের কাছে অর্পণ করতেন। শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক দেব তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো ওই কারতারপুরেই কাটিয়েছিলেন।

সন্দেহ নেই, এবারের ভোটেও প্রচারের আলো সবার চেয়ে মোদির মুখেই বেশি। একেবারে শেষ বেলায় একের পর এক সাক্ষাৎকারে নিজেকে ঈশ্বরতুল্য করে তুলে তিনি অমরত্ব জাহির করেছেন। এনডিটিভি দেওয়া সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে মোদি আবার নতুন করে বলেছেন, ‘কেউ আমাকে মূর্খ ভাবতে পারেন। কেউবা পাগল। কিন্তু আমি জানি, ঈশ্বর আমাকে নির্দিষ্ট কিছু কাজের ভার দিয়ে মর্ত্যে পাঠিয়েছেন। সেই কাজ না সারা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই।’ তিনি দৃপ্তভাবে এ কথাও বলেছেন, ‘আমাকে ধ্বংস করা যাবে না। আমি অবিনশ্বর। আমি যে কাশীর (বারানসি) মানুষ।’

এমন রঙিন, আলোচিত ও বিতর্কে মাখামাখি নির্বাচন শেষ হওয়ার মুখে উজ্জীবিত বিরোধীদের প্রতি এটাই মোদির বার্তা। প্রবল আত্মবিশ্বাসে ভর দিয়ে বলেছেন, তিনি অবিনশ্বর। সারার্থ, যে যা-ই স্বপ্ন দেখুক, এবারেও ভোটে জিতে সরকার গড়বেন তিনিই।

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তী পালিত চুরুলিয়ায়

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● চুরুলিয়া

আপনজন: বিশ্ব বরেণ্য কবি সংগীতকার লেখক স্বাধীনতা সংগ্রামী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তী মহাসামরহে পালিত হলো কবির জন্মস্থান চুরুলিয়ায় । কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে পাঁচ দিন ধরে নজরুল জন্ম জয়ন্তী পালন বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ একাধিক কর্মকান্ডের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল সাতটায় দোলনচাঁপা নজরুল ফাউন্ডেশন এর তরফ থেকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছবির সামনে কেক কাটা হয় । সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় ,বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাইপো কাজী রেজাউল করিম ,নাতনি সোনালি কাজী সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। সাড়ে সাতটায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বহু গ্রামের মানুষ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা প্রভাত ফেরির মাধ্যমে গ্রাম পদক্ষিণ করেন । এতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন। চুরুলিয়া মোড়ে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার চন্দন কোনার, ভাইস চ্যান্সেলর দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী রেজাউল করিম, সোনালী কাজী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করে বিদ্রোহী কবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলের কবর থেকে মাটি নিয়ে আসা চুরুলিয়া তে শ্যাডো কবরে ফুল চড়ানো হয় সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা ব্যক্তি সহ কবি পরিবারের লোকজন উপস্থিত হয়েছিলেন। এইখানে দোলনচাঁপা নজরুল ফাউন্ডেশন ও ইচ্ছে ডানা সংস্থার তরফ থেকে ১৮০ জনকে ছাতা দান করা হয় । পাঁচ দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে যে মেলার আয়োজন করা হয়েছে বহু স্টল বসানো হয়েছে এবং বহু বড় বড় শিল্পী এখানে অংশগ্রহণ করবেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গজল শিল্পী অনুপ জালোটা, বাংলার বিখ্যাত শিল্পী মনময় দত্ত সহ বহু দেশ-বিদেশের শিল্পীরা এই নজরুল মেলায় অংশগ্রহণ করবেন। সকাল ১০ টা থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভ্রাতুষ্পুত্র কাজী রেজাউল করিমের উদ্যোগে ভারত বাংলাদেশের বহু কবিদের নিয়ে কবি সম্মেলন-এর আয়োজন করা হয় । ৭৫ জন কবি তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করে দর্শকদেরকে মুগ্ধ করেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তী কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় তরফ থেকে আয়োজন করা হলেও এখনো চুরুলিয়া এবং নজরুল একাডেমী যেভাবে অবহেলার শিকার হয়ে রয়েছে তা চুরুলিয়ার গ্রামবাসী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন ।অবিলম্বে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন আগত অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ।নজরুল একাডেমির বিল্ডিং ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে নিয়ে যে গবেষণা করার ও কাজ করার কথা ছিল সে কাজ সেভাবে দেখা যাচ্ছে না।

রায়গঞ্জে ‘নজরুল জন্মজয়ন্তী’

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কার্যালয়ে মহকুমা শাসক ও জেলার অন্যান্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে ‘নজরুল জন্মজয়ন্তী’ উদযাপন করা হয় রবিবার। গীতিআলেখ্য, আবৃত্তি নৃত্য, সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে নজরুলের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় এবং তাঁর স্মৃতিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

কেজি স্কুলে নজরুল স্মরণ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের আশরাফ-উন-নিসা এডু-স্পোর্টস একাডেমিতে অনাড়ম্বরভাবে কাজী নজরুল ইসলাম এর জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হল। স্কুলের শিক্ষক বিশ্বনাথ মন্ডল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে হিন্দু মুসলমান কবিতার তৎপর্য এবং বর্তমানে তার প্রাসঙ্গিকতা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন।

বালুরঘাটে ওড়িশি নৃত্য অনুষ্ঠান

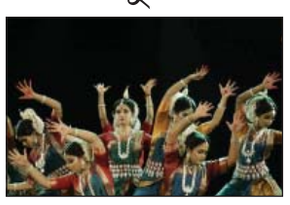

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: গত সোমবার বালুরঘাট রবীন্দ্রভবনে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হলো নটরাজ ডান্স একাডেমীর দ্বিতীয় বাৎসরিক নৃত্যানুষ্ঠান। প্রেক্ষাগৃহে যত লোক বসে প্রায় তার সমপরিমান লোক বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে। বালুরঘাট শহরে এমন নৃত্যানুষ্ঠান সত্যিই বিরল। শ্রী জগন্নাথ দেবের চরণে পুষ্পার্ঘ অর্পনের পরে মঙ্গল দ্বীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্য শিল্পী গুরু অলোকা কানুঙ, পোষালী মুখার্জী , শ্রীপর্ণা বসু, ডিপিও বিমল কৃষ্ণ গায়েন এবং সংস্থার কর্ণধার তথা ভারত সরকার দ্বারা সিনিয়র ন্যাশনাল স্কলারশিপ প্রাপ্ত উদীয়মান বিশিষ্ট তরুণ ওড়িশি নৃত্য শিল্পী সুমন মন্ডল। অনুষ্ঠানে মঙ্গলাচরণ, গণেশ বন্দনা, বটু, মোহনা,মকশো প্রভৃতি বিভিন্ন আঙ্গিকের ওড়িশি নৃত্য দক্ষতার সাথে উপস্থাপনা করেন নটরাজ ডান্স একাডেমীর শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও পরিবেশিত হয় নমোদেবী, বিহু, কমলা সুন্দরী, সরস্বতী বন্দনা, নব দুর্গা, ফোক, রঙবতী এবং ওড়িশি নৃত্য শিল্পী শ্রীপর্ণা বসুর একক নৃত্য। প্রতিটি আইটেমের উপস্থাপনাই দর্শকদের কাছে প্রশংসার দাবী রাখে। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য এবং দশ মহাবিদ্যা, যা কিনা দর্শকের মন কেড়েছে।

বুথে গিয়ে দেখলেন ভোটার লিস্টে মৃত, বেঁচে আছি বললেন ভোটার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: “আমি মৃত নয় আমি সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে আছি” ভোটার কার্ড হাতে থাকা সত্বেও ভোটের লিস্টে তার নাম ডিলিট হওয়ায় ভোট দিতে পারলেন না বিষ্ণুপুরের এক যুবক। একরাশ হতাশা নিয়েই বাড়ি ফিরতে হচ্ছে তাকে। গণতন্ত্রের বড় উৎসবে অংশগ্রহণ করেও ভোট দিতে পারলেন না বিষ্ণুপুরের চার নম্বর ওয়ার্ডে শাঁখারী বাজারের বাসিন্দা জয় নন্দী। তার কাছে রয়েছে ভোটার কার্ড, রয়েছে আধার কার্ড তার সত্বেও ভোটার লিস্টে তার নাম ডিলিট। আতঙ্কিত হওয়ার পাশাপাশি একরাশ হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হলো তাকে। জয় বাবু জানান বহু বছর ধরে তিনি বিষ্ণুপুর শাখারী বাজার ৯৭ বুথে ভোট দিয়ে এসেছেন। একইভাবে আজ ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড নিয়ে বুথে ভোট দিতে এসেছিলেন তিনি। ভোটকেন্দ্রে ঢোকার পরেই প্রিজাইডিং অফিসারের কথা শুনে

তার চক্ষু চড়ক গাছ। প্রিসাইডিং অফিসার তাকে জানাচ্ছেন ভোটের লিস্টে তার নাম রয়েছে, কিন্তু সেই নাম ডিলিট করা স্বাভাবিকভাবে তার ভোট নিতে পারবেন না প্রিজাইডিং অফিসার। এরপরেই সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। জয় নন্দী জানাচ্ছেন তিনি মৃত ব্যক্তি নয় তিনি সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে আছেন তাও তার নাম কিভাবে ডিলিট হল। তিনি ভোট দিতে চাইছেন প্রশাসন সেই ব্যবস্থা করে দেয় তার দাবি জানাচ্ছেন জয় বাবু। অন্যদিকে শাঁখারী বাজার ৯৭ বুথের প্রিজাইডিং অফিসার জানাচ্ছেন যে লিস্ট তাদের দেওয়া হয়েছে সেই লিস্টে ওই ব্যক্তির নাম ডিলিটেড লেখা আছে ডিলিটেড পার্সেন্ট কে আমরা ভোটকেন্দ্রে ভোট দেওয়াতে পারবো না এটা আমাদের অধিকারের বাইরে। তবে কি কারণে ডিলিট হয় তা তার জানা নেই যে নির্দিষ্ট দপ্তরে এই ভোটার লিস্ট হয় তারা জানে এমনটাই দাবি অফিসারের।

সুন্দরবনে রিমাল রুখতে খোলা হল কন্ট্রোল রুম

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কাকদ্বীপ

আপনজন: আবার সুন্দরবনের মানুষের কাছে তিন বছর আগের সময় ফিরে আসছে।চিন্তায় সুন্দরবন বাসীরা।তবে তৎপর জেলা প্রশাসন।তিন বছর আগে এমনই এক ২৬ শে মের ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল সুন্দরবনের ঘোড়ামারা দ্বীপ, মৌসুনি দ্বীপ, গোবর্ধনপুর, সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, রায়দীঘি,গোসাবা সহ বহু এলাকা। আর এ বার চোখ রাঙাছে ঘূর্ণিঝড় রিমাল। সুন্দরবনের উপকূলে কি ফের আছড়ে পড়তে চলেছে প্রকৃতির রোষ, চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। সেই সঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছে নানা জল্পনা।আর এ সবের মধ্যে রবি ও সোমবার দু’দিনই দুই ২৪ পরগনায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। কলকাতা সহ চার জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৫ শে মে বঙ্গোপসাগরে অতি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হবে। ২৬ মে সকালে তা পরিণত হবে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় রিমালে। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিজ্ঞানমন্ত্রক সূত্রের খবর,এই ঘূর্ণিঝড়টি পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী উপকূল এলাকায় রবিবার মধ্যরাতে ১০০ কিলোমিটারের বেশি গতিবেগে আছড়ে পড়তে চলেছে। বৃহস্পতি বার বিকেলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীদের স্থলভাগে ফিরে এসেছে। পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় রিমালের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। জেলায় অতিরিক্ত বজ্রপাতের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।তবে এই ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। শুক্রবার জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তিনটি দল পৌঁছে গেছে জেলায়। খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম।কাকদ্বীপ মহকুমা শাসকের দপ্তরে শনিবার ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে বিডিও ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও পুলিশ সুপারকে নিয়ে জরুরি বৈঠক করেছেন জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা। শনিবার বিকালে প্রতিটি ব্লকের সর্বশেষ পরিস্থিতির খোঁজ-খবর নেন তিনি কাকদ্বীপ থেকে।মৎস্যজীবী সংগঠনগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে।জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলার তিনটি বাহিনী রয়েছে কাকদ্বীপ, সাগর এবং গোসাবায়।

ভোট যুদ্ধে লক্ষীর ভাণ্ডার!

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: ষষ্ঠ দফা নির্বাচন নুষ্ঠিত হল বাঁকুড়ার দুই কেন্দ্র বাঁকুড়া আর বিষ্ণুপুরে। বিগত লোকসভার নির্বাচিত দুই প্রতিনিধিই ছিল বি জে পি-র-। এবারও গতবারের দু’জন বি জে পি-র বিদায়ী সাংসদ বাঁকুড়ার ডাক্তার সুভাষ সরকার ও বিষ্ণুপুর লোকসভার সৌমিত্র খাঁ। আসল লড়াইয়ের সামনা সামনি প্রতিদ্বন্দ্বী সুভাষ সরকারের সাথে টি এম সি-র অরূপ চক্রবর্তীর এবং সৌমিত্র খাঁর সাথে তাঁরই প্রাক্তন স্ত্রী তৃণমূল এর সুজাতা মণ্ডলের চমকপ্রদ ভোট যুদ্ধ। অন্যান্যদের বিষয় বাদই রাখা হল। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার মিছিলের পুরোভাগে কিশোরী/তরুণীবালাদের লক্ষী সাজিয়ে দস্তুরমতো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের খতিয়ান সহ চির পরিচিত প্রকল্প গুলোর সাফল্যের ইতিহাস তুলে ধরা হয়। নির্বাচনের প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী এবং মহিলা প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের সমর্থনের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেক ব্যানার্জী সহ রাজ্য, জেলা ও ব্লক নেতৃত্বের উপস্থিতির সমাগম বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। গতবারের লোকসভার নির্বাচিত সাংসদ দুই জনই বি জে পি-র সৌমিত্র খাঁ ও ডা. সুভাষ সরকার। তাই এবারের সংগ্রাম হবে হারানো সিটের পুনরুদ্ধার। যদিও বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের সংখ্যালঘুদের ভোট বেশ কিছু আছে। তাই লড়াই জমজমাট।

আগেভাগে গাছ থেকে আম পেড়ে নিলেন মালদার চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: রবিবার থেকেই ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাব পড়বে মালদা সহ গোটা উত্তরবঙ্গে। তার আগেই তড়িঘড়ি আম পেরে নিচ্ছেন চাষিরা।মালদায় ঘন্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতি বেগে আছড়ে পড়বে এই ঝড়। আবহাওয়া দফতরের এমন পূর্বাভাসে দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়ে গেছে মালদার আম চাষীদের।এবছর এমনিতেই আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা এবং প্রচন্ড দাবদহের কারণে ফলন কম হয়েছে আমের।তার উপরে গোদের ওপর বিষফোঁড়া এই ঘূর্ণিঝড়।ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে আমের।তাই আম পরিপক্ক হওয়ার আগেই আমপাড়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে মালদার বাগান গুলিতে। আম ব্যবসায়ী এবং চাষিরা জানান, ঘূর্ণিঝড় হলে আমের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। গোপাল ভোগ ছাড়া বাকি বিভিন্ন প্রজাতির আম লক্ষণভোগ,ন্যাংড়া সহ বিভিন্ন প্রজাতির আম পরিপক্ক হতে এখনো প্রায় এক মাস। কিন্তু কিছু করার নেই। ঝড়ে গাছ থেকে

আম নিচে পড়ে গেলে সেই আম আর বিক্রি করা মুশকিল। তাই ঝড় শুরু হওয়ার আগেই আম পাড়তে তারা শুরু করেছেন। তবে প্রশ্ন উঠছে বাজারে এই আম এলে খেতে পারবেন তো খাদ্যপ্রিয় বাঙালিরা। এই বিষয়ে মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান,এবছর এমনিতেই আম হয়নি।৫০ শতাংশ আম রয়েছে গাছগুলিতে।অর্থনৈতিক ভাবে আমাদের জেলা ক্ষতিগ্রস্ত।কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের আতঙ্কে অপরিপক্ক আম ভাঙতে শুরু করেছেন চাষিরা।এই অপরিপক্ক আম ভাঙলে আমের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যাবে।মানুষ এই আম খেতে পারবেন না।মালদার আমের যে জগত বিখ্যাত সুনাম তা নষ্ট হবে।মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আমের কিছুটা হলেও ক্ষতি হবে। আশঙ্কা একেবারেই উড়িয়ে দেননি মালদা জেলার আবহাওয়াবিদ তপন কুমার দাস। একদিকে গাছে পর্যাপ্ত আম নেই ফলন নিয়ে দুশ্চিন্তা, অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব। চরম সংকটে মালদা জেলার কম বেশি ১৫ টি ব্লকের আম চাষি এবং ব্যবসায়ীরা। তাই এ বছর মালদার সুস্বাদু আমের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে এমনটাই মনে করছেন অনেকে।

তিন দিনের জন্য গঙ্গায় ফেরি পরিষেবা বন্ধ করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: ঘূর্ণি ঝড় রিমালের কারণে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। নদিয়া জেলার শান্তিপুরের সমস্ত ফেরিঘাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। তাই শান্তিপুরের গুপ্তিপাড়া ফেরিঘাট এবং নৃসিংহপুর ফেরিঘাটও বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৩দিন। যদিও গুপ্তিপাড়া ফেরিঘাট ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নৃসিংহপুর ফেরিঘাট চালু রাখা হয়েছে। তবে প্রশাসনের তরফে চলছে মাইকিং, এবং সকলকে সচেতন থাকতে বলা হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে ততক্ষণাৎ ফেরিঘাট বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে যাত্রীরা জানাচ্ছেন, ঘাট বন্ধ হলে অনেক অসুবিধে হবে, তবে গুপ্তিপাড়া ঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেকটাই ঘুরতে হচ্ছে তাই নৃসিংহপুর ঘাটে বাড়ছে যাত্রী পরিষেবার চাপ। যদিও এই বিষয়ে হরিপুর গ্রাম পিঞ্চায়েত প্রধান বীরেন মাহাতো জানান, ইতিমধ্যে সরকারের তরফে পঞ্চায়েতে চিঠি এসেছে লঞ্চ পরিষেবা বন্ধ রাখার জন্য। এই মোতাবেক পঞ্চায়েত সমস্ত কাজ শুরু করেছে । যাতে কোন রকম ভাবে মানুষের অসুবিধা না হয়। তবে পঞ্চায়েতের তরফে প্রচার ও চালানো হবে এই ঘাট বন্ধের ব্যাপারে এবং সকলকে সচেতন থাকতে বলা হয়েছে। যে কোন অসুবিধে হলে পঞ্চায়েত সমস্ত সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশেষ ক্যাম্প করা হচ্ছে নৃসিংহপুর ফেরিঘাটে। এদিকে গত বেশ কয়েকবারের ঘূর্ণিঝড়ের অভিজ্ঞতাকে সাক্ষী রেখে এবারের ঘূর্ণিঝড়ের জন্য তৎপর প্রশাসন । রবিবার ঘূর্ণিঝড় রিমাল আছড়ে পড়বে উপকূলবর্তী অঞ্চলে। তার জন্য বজ বজ দু’নম্বর ব্লক নোদাখালি অঞ্চলে প্রশাসনের তরফ থেকে করা হচ্ছে মাইকিং। সমস্ত মৎস্যজীবীদের নৌকা নোঙ্গর করে দিতে বলা হচ্ছে। পাশাপাশি যাদের কাঁচা বাড়ি তাদের শনিবার রাতের মধ্যে শিফট করা হচ্ছে প্রশাসনের সেলটারে। নোদাখালী থানা বজবজ প্রশাসন এবং বজবজ ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি সুব্রত ব্যানার্জীর বক্তব্য শনিবার সকাল থেকেই প্রশাসন তৎপর।

স্বামী ইন্দোর থেকে বাড়ি ফিরতেই নিখোঁজ স্ত্রী!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: হরিশ্চন্দ্রপুরে স্বামী ইন্দোর থেকে বাড়ি ফিরতেই নিখোঁজ স্ত্রী। ১৫ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে ওই গৃহবধূ বলে খবর। মা কে দেখতে না পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে তার দুই কন্যা সন্তান। খোঁজ না মেলায় স্ত্রীর খোঁজে থানার দ্বারস্থ স্বামী। মেয়ের খোঁজে হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই গৃহবধূর মা। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে,নিখোঁজ গৃহবধূর নাম মাজেনুর খাতুন,বয়স ২৫। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোঘরিয়া। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,চলতি মাসের ১১ তারিখ বিকেলে স্থানীয় এক মাদ্রাসায় রান্না করার কথা বলে সে বেরিয়েছিল,তারপর থেকে আর বাড়ি ফিরেনি। ফোন করা হলে মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে।

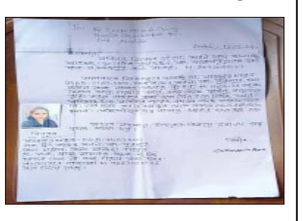

অপরদিকে মেয়ের মা ও ভাই অভিযোগ করে বলেন,বিয়ের পর থেকেই মাজেনুরের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করতো স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। ঠিকমতো খেতে দিত না। মাঠে কাজ করতে যেতো সংসার চালাতে তাকে কাজ করতে হতো। এই নিয়ে গ্রামে কয়েকবার সালিশি সভা হয়। তবুও অত্যাচার কমেনি তার উপর। তারপর হটাৎ করে নিখোঁজ হয়ে গেল। ওই গৃহবধূ পরিবারের তরফে অভিযোগ তুলেছেন স্বামী সহ শশুর বাড়ি বিরুদ্ধে।

অভিষেকের সমর্থনে ডায়মন্ডহারবারে সভা

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: সপ্তম তথা শেষ দফা লোকসভা নির্বাচন যত সামনে আসছে, ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ডায়মন্ড হারবার রাজনৈতিক পরিবেশ। ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক সামীম আহমেদ এর ব্যবস্থাপনায় এদিন ডায়মন্ড হারবার লোকসভার প্রার্থী অভিষেক বন্দোপাধ্যায় এর সমর্থনে টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পথ মিছিলের পাশাপাশি এম বাজারের সামনে এক নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উপস্তিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, স্থানীয় বিধায়ক পান্নালাল হালদার,জেলার মহিলা সভানেত্রী মনমহীনি বিশ্বাস, ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন,টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সৌমেন তরফদার, ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লক যুব সভাপতি মাহবুবার রহমান গায়েন,পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস সহ পৌরসভার সকল কাউন্সিলর ও অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দ। লোকসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা একে অপরকে তীব্র আক্রমণ সোনাচ্ছেন। তবে এবার একটু অন্যরকম বাক-বিতন্ডা দেখা গেল ডায়মন্ড হারবার এ। এদিন জেলার মহিলা সভানেত্রী মনমোহীনী বিশ্বাস প্রধান মন্ত্রীকে হনুমানের বাচ্চা বলে কটাক্ষ করলেন। পাশাপাশি বলেন, ১ জুন তারিখে মানুষ উন্নায়ন এর দিকে তাকিয়ে উৎসবের আমেজে ভোট দিয়ে অভিষেককে জয়ী করবেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ব্যাংকে চুরির ঘটনায় আটক আরও তিন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডিতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে চুরির ঘটনায় আরো তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। শনিবার ধৃত তিনজনকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রায় তিন সপ্তাহ আগে গভীর রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের বড়গাছি এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা চালায় একদল দুষ্কৃতি। চুরি করতে ব্যর্থ হয়ে দুষ্কৃতী দলটি ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দিয়ে কুশমন্ডি-মহিপাল রাজ্য সড়কের নাহিট এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে। ওই এলাকায় দায়িত্বে থাকা দুই জন সিভিক ভলেন্টিয়ারের মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে তাঁদের কাছে থাকা দুটি মোবাইল ও একটি বাইক নিয়ে চম্পট দেয়। সেই ঘটনায় তদন্তে নেমে কুশমন্ডি থানার পুলিশ সাত দিনের মাথায় একজনকে আটক করেছিল। সেই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এদিন আরও তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, ‘কিছুদিন আগে একটি ব্যাংকে কিছু দুষ্কৃতীরা এসে চুরির ঘটনা ঘটিয়েছিল। সেই ঘটনায় এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাইক নিয়ে তারা চম্পট দিয়েছিল।

স্নান করতে নেমে নিখোঁজ ভাগীরথীতে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালগোলায় ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক নাবালিকা। স্থানীয় সূত্রে খবর, লালগোলা থানার নসিপুর গ্রামে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল সোহানা খাতুন। শুক্রবার দুপুর নাগাদ কাউকে কিছু না জানিয়ে এলাকার কয়েকজন ছেলে-মেয়ের সঙ্গে ভাগীরথী তে স্নান করতে যায় সোহানা। আচমকা পা পিছলে ভাগীরথীর জলে পড়ে নিমিষে জলের মধ্যে ডুবে যায় সে। তার সাথে থাকা ছেলে-মেয়েদের চিৎকার শুনে কয়েকজন ছুটে এসে নদীতে ঝাঁপ দেয়, কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া যায় না। খবর দেওয়া হয় লালগোলা থানায়, নিখোঁজ নাবালিকার খোঁজে গঙ্গায় ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

বোলপুরে নজরুল জন্ম জয়ন্তী পালিত

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সারা রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ১১ ই জ্যৈষ্ঠ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালিত হল বোলপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে। এই জন্মদিন উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক নিলুফা পারভীন সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক খাইরুল আলম ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গগণ। এদিন এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন নাচ , গান, কবিতা মধ্য দিয়ে দিনটিকে স্মরণ করা হয়।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ইসলামি দুনিয়ার কয়েকজন মনীষীতুল্য ঐতিহাসিক
- নিবন্ধ: মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নজরুল সাহিত্য
- বিশেষ নিবন্ধ: অনন্য নজরুল
- ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
- ছড়া-ছড়ি: আমরা মানুষ

আপনজন ■ রবিবার ■ ২৬ মে, ২০২৪

ইসলামি দুনিয়ার কয়েকজন মনীষীতুল্য ঐতিহাসিক

সপ্তম শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইসলামি পণ্ডিতবর্গ বহুল আর ব্যাপক ইতিহাস চর্চার মারফত বিশ্বসভ্যতার ক্রমবিকাশের পরিচয় সভ্য দুনিয়ার সামনে পেশ করে রেখেছেন। সেই সব খ্যাতি যশে সিক্ত অনন্তজীবী আর অবিনশ্বর ঐতিহাসিক বর্গের কথা এখনও অনেকেরই অজানা রয়ে গেছে। ইসলামধর্মী বিদ্বৎসমাজের প্রখর ইতিহাস সচেতনতা ও তাদের সন্দর্ভ গবেষণার ফসল সমৃদ্ধ করেছে বিশ্বকে। সেই সব ঐতিহাসিক কয়েকজন মনীষীতুল্য বিদ্বানের জীবন আলেখ্য তুলে ধরেছেন ইতিহাসবেত্তা **খাজিম আহমেদ**।

বিধবা-বিবাহ সমাজে স্বীকৃত ছিল না। তৎকালীন মন্দিরগুলোও ছিল 'জনপদবধূ' বা বারবনিতাদের দ্বারা ভর্তি। আদতে বিধবাবিবাহর প্রচলন না থাকার কারণেই গণিকাবৃত্তির উদ্ভব ঘটে। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জনগণের ভগবানও ছিল অজস্র। অবশ্য আলবেরুনি একথাও বলেছেন যে শিক্ষিত বিবেক সম্পন্ন হিন্দুরা 'God is in the Singular number' এই একবচনাত্মক তত্ত্বাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আলবেরুনির রচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি সে এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণরা অর্থদণ্ড থেকে মুক্ত ছিলেন। সামাজিক বৈষম্য প্রখরভাবে জনজীবনকে গ্রাস করেছিল।

আলবেরুনি এবং ভারতের ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে 'মাধ্যম ভাষা'-র অনুপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এমন একটি বিশাল সমাজ, রাষ্ট্রিক চিন্তন সংক্রান্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সে এক অবিশ্বাস্য প্রহেলিকা। রাজকীয় আরবি ভাষায় গ্রন্থখানি রচিত। ফারসি ভাষায় পরবর্তীতে অনুদিত হয়। সত্যসন্ধানী মহাপণ্ডিত-দার্শনিক আলবেরুনি ১০৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. সৈয়দ মুজতবা আলি বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে ছ'জন পণ্ডিতের নাম উচ্চারিত হলে আলবেরুনির নাম অবশ্যই উঠে আসবে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা আবু রিহান আলবেরুনিকে সভ্যতার আলোকবাহী ব্যক্তিত্ব হিসেবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার টিউনিসে জন্ম হয়েছিল, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আর সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশিষ্টতম ইবনে খালদুন-এর। অসাধারণ মনীষী ইবনে খালদুন ইতিহাস বিজ্ঞানের জন্মদাতা। চতুর্দশ শতাব্দীতে সমাজনীতি, রাজনীতি অর্থনীতিতে অমূল্য অবদান রেখেছিলেন আফ্রিকার এই মনীষী ইবনে খালদুন। (তথ্যসূত্র: সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পৃঃ ৩০৮)

ইবনে খালদুন ঐতিহাসিক এবং মহাজ্ঞানী দার্শনিক হিসেবে দামাসকাস-এর বিচারপতির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত বিশ্ববিশ্রুত ইতিহাস গ্রন্থখানির নাম 'তারিখ এবনে খালদুন'। জনৈক ইতিহাসবেত্তা মন্তব্য করেছেন যে বিশ্বের সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও ইবনে খালদুন-এর ইতিহাস গ্রন্থের সাহায্যে পুনরায় একখানি তথ্যবহুল ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হবে। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ভাবধারার সৃজন করেছিলেন তিনি। এই সময়ের আর একজন খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ইবনে খালেকান। তিনি অরবেসা নামক একস্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 'ওয়াফিয়াত-উল-আয়ান' নামে আরবি ভাষায় একখানি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই তিনি প্রথিতযশা কবি আবার বিজ্ঞানীও বটে। 'ওয়াফিয়াত-উল-আয়ান' ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে। ইবনে খালেকান-এর জন্ম হয়েছিল ১২০০ (বারোশত) খ্রিস্টাব্দে ১২ সেপ্টেম্বর। ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান হয়েছিল। নিজামি কবি ঐতিহাসিক। কবিতার আকারে 'সেকেন্দার নামাহ' রচনা করেছিলেন। আরও দশখানা কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা তিনি। এই বাবদে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তাঁকে ১৪ খানি গ্রামের খাজনা আদায় ও সংগৃহীত অর্থ ব্যয়ের অধিকার দিয়েছিলেন।

মাসাউদি একজন ভ্রমণপিপাসু ঐতিহাসিক। ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দুস্তান' ভ্রমণে আসেন। ভারত ভ্রমণ শেষে চিন ও সিংহল গিয়ে পৌঁছন। তাঁর নির্মিত 'মদান-উল-জওয়াহির' তিনখণ্ডে বিভক্ত প্রথম খণ্ডটির ইংরেজি অনুবাদ করেন ড. স্প্রেঞ্জার (Sprenger)। ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মাসাউদির জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

রাশিদ-উদ-দীন-আমির যশস্বী চিকিৎসক ও ইতিহাসবিদ এর জন্ম ১২৪৭ খ্রিস্টাব্দে। 'জজমা-উৎ-তোয়া-রিখ' নামক ইতিহাস আর সমাজ চিত্রণ-এর গ্রন্থটি তাঁর রচনা। যৌবনের প্রাথমিক পর্যায়ে পারস্যের সুলতান-এর পারিবারিক চিকিৎসকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সুলতান তাঁর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে অভ্যন্তরীণ বিষয়ের 'ওয়াজির'-এর পদে বহাল করেন। মন্ত্রিপদ-এর দায়িত্ব আর চিকিৎসা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস চর্চা আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণাধর্মী লেখাতেও তাঁর অশেষ দক্ষতা প্রমাণিত।

বহু আলোচিত মোরিস ভ্রমণকারী ইবন বতুতা সভ্যতার ইতিহাসে এক বর্ণময় ব্যক্তিত্বের নাম। তাঁর মতো 'চেকার্ড লাইফ'-এর মনীষী সে যুগে প্রায় বিরল ছিল বলা যেতে পারে। তিনি 'কিতাব উল রাহলাব' শীর্ষক যে গ্রন্থখানি দুঃসাহসের ওপর ভর করে নির্মাণ করেছিলেন তা তামাম দুনিয়ার পণ্ডিতবর্গের কাছে 'রিহালা' নামে সুপরিচিত হয়ে রয়েছে। ইউরোপীয় প্রায় প্রত্যেকটি ভাষাতেই গ্রন্থটির অনুবাদ হয়েছে। বহুল পঠিত এমন 'Travelogue' প্রায় ক্ষেত্রে অপ্রাপনীয় হয়ে থাকে। 'রিহালা' আরবি সাহিত্যের অমূল্য 'ট্রেজার'। ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর ভ্রমণ শুরু করেন। উত্তর আফ্রিকা, আরব, ইরান, কনস্ট্যান্টিনোপল ঘুরে 'মাভেরিক' ইবন বতুতা হিন্দুস্তান-এর সিন্ধু অঞ্চলে ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে ১২ সেপ্টেম্বর পৌঁছন। দীর্ঘ ৯ (ন' বছর) তিনি প্রত্যক্ষত অর্জন করলেন বিস্তীর্ণ এক জীবন অভিজ্ঞতা। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দশ বছর তিনি এই উপমহাদেশে অতিবাহিত করেছিলেন। আদর্শবাদী সম্রাট মুহাম্মদ বিন তুঘলক ইবন বতুতাকে প্রভূত সম্মান আর প্রধান কাজির পদে নিয়োগ করেছিলেন। আট বৎসরকাল কাজে ব্যাপৃত থাকার মধ্যেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন প্রণালীর কারণে কারারুদ্ধ হন। কিছুকাল পরে মুক্ত হলে তাঁকে রাজদূত হিসেবে চিনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় (১৩৪২ খ্রিস্টাব্দ)।

পরবর্তী অংশ আগামী সপ্তাহে

মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নজরুল সাহিত্য

এম ওয়াহেদুর রহমান

আমরা এমন একটি অবস্থায় উপনীত হয়েছি যে, আজ ভয়াবহ অবক্ষয়িত মূল্যবোধের ঘোর অমানিশায় আচ্ছন্ন। এই সমাজ না সামাজিক, না মানবিক, না স্বাভাবিক। আমাদের গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার তথা নৈতিক মূল্যের সূচক নিম্নস্তরে। কিন্তু একটি জাতির অগ্রগতির পাশাপাশি নৈতিক সর্বোপরি ধর্মীয় শিক্ষা, গণতান্ত্রিক, মানবিক, রাজনৈতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ না হলে সেই দেশ কখনো অগ্রগতির শিকড়ে আরোহণ করতে সক্ষম হয় না। আমাদের জীবনের চলার পথে কোন পেশায় মূল্যবোধে নিরপেক্ষ নয়। এই মূল্যবোধ ব্যাক্তি ও দলগত মানুষের অনুশীলিত আচরণবিধি। মূল্যবোধের অভাবে সমাজে - দেশে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় অবক্ষয় তথা বিশৃঙ্খলার। মনুষ্য সমাজের মাঝে আজ ও শ্রেণি বৈষম্য প্রকট, মেহনতি মানুষের উপর শাসন - শোষণ অব্যাহত। ধর্মান্ধতা ও রক্ষণশীলতা মনুষ্য সমাজকে আচ্ছন্ন করেছে। সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির হিংস্র থাবা মেলছে, লুটেরা রাজনীতি, ক্ষমতার দৌরাত্ম্য, সন্ত্রাসের আধিপত্য দেশ ও জাতিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলস্বরূপ মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটছে। এই অবস্থায় কাজী নজরুল ইসলামের রচনা থেকে আমরা সংকটের সমাধানের পথ খুঁজে পায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবী ব্যাপ্ত হতাশা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পরিবেশে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে কাজী নজরুল ইসলামের উজ্জ্বল আবির্ভাব। তাঁর কবি মানসের শিকড় প্রোথিত ছিল নব জাগ্রত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেনির মানস মৃত্তিকায়। রাজনীতি সচেতনতা ও জন মূল - সংলগ্নতা নজরুলের কবি চৈতন্যে এনেছিল নতুন মাত্রা। বাংলা সাহিত্য - সংগীতের অন্যতম পথিকৃৎ, যুগস্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর কালজয়ী প্রতিভা ও জীবন দর্শন, মানবিক মূল্যবোধের স্ফুরণ, সমৃদ্ধশালী লেখনী বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তিনি কেবলমাত্র জাতীয় কবি নন, তিনি জাগরণের কবি, সাম্যের কবি। তিনি শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, কুসংস্কার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তাঁর লেখনিতে। তিনি সমাজে যে অনিবার্ণ প্রদীপ জ্বালিয়ে ছিলেন তার আলোকচ্ছটা আমাদের কে অনুপ্রাণিত করে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে। তিনি মনুষ্য সমাজের বিরাজমান ভেদাভেদ কে নির্মলকরণের তাগিদে নির্ভিক কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন

'গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যাবধান, / যেখানে মিশেছে হিন্দু - বৌদ্ধ - মুসলিম - ক্রিশ্চান।'
..... গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান / নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ - অভেদ ধর্ম জাতি, সব দেশে / সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি। '

মানবাত্মার মুক্তিসাধনই নজরুলের সাহিত্য কর্মের কেন্দ্রিয় অন্বিষ্ট। মানুষের সামূহিক অবচেতনায় তিনি জ্বেলে দিতে চেয়েছেন মানবিকতার আলো। কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যর অঙ্গনে ' বিদ্রোহী কবি ' কিংবা ' জাতীয় কবি ' হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। একথা আমরা অকপটে স্বীকার করলেও ভুলে যাই সাম্য, মানুষের মুক্তি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাববোস্ত তথা মূল্যবোধের প্রসারে তাঁর অবদানের কথা। স্বাধীনতার জন্যে মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে দাঁড়াতে হবে, তিনি তা বারংবার তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। মানুষের প্রথম পরিচয় তার ব্যক্তিসত্বা, তারপরেই আসে জাতিসত্বা _ এগুলো সঠিক ভাবে বিকশিত হলেই ঘটবে মূল্যবোধের বিকাশ। তিনি নারী- পুরুষ, হিন্দু - মুসলমান-- সবার ব্যক্তিক ও সমষ্টিক স্বাধীনতার কথা নজরুল ইসলাম বলেছেন। তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে সম্প্রদায়গত মিলন, মানুষের মুক্তি, নারী ও পুরুষের সমতা, মানুষের স্বাধীন সত্তা। হিন্দু ও মুসলমান বৈপরীত্যের দ্যোতক না হয়ে তাঁর চেতনায় হতে পেরেছে জাতিসত্তার পরিপূরক দুই শক্তি। তাই তিনি বলেছেন,

' কাটিয়ে উঠেছি ধর্ম - আফিম - নেশা, ধ্বংস করেছি ধর্ম- যাজকী - পেশা / ভাঙি মন্দির ভাঙি মসজিদ, ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত এক মানবের একই রক্ত মেশা /কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেসা। '

কখনো তিনি আবারও বলেছেন, '

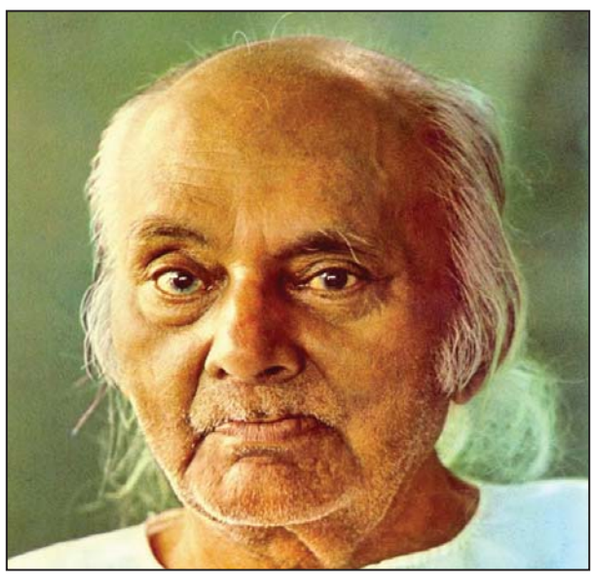

হিন্দু না ওরা মুসলিম? ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন?/কান্ডারী বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র। '

' জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত- জালিয়াৎ খেলছে/জুয়া ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় কো- মোয়া। '

' মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান/ মুসলিম তার নয়ন মনি, হিন্দু তাহার প্রাণ। '

তিনি নারী ও পুরুষের সমানাধিকার প্রসঙ্গে বলেছেন, ' আমার চক্ষে পুরুষ রমনী কোন ভেদাভেদ নাই/ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর / অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর। '

' নারী এনেছে শান্তিময় রাত, প্রশান্তিময় বাতাস আর মেঘ/ মানুষ আসে মরু- তৃষ্ণা নিয়ে; মহিলা মধু পান করে। /মানুষ উর্বর জমি চাষ করে; মহিলা তাতে ফসল বপন করে সবুজ করে। '

যুগে যুগে প্রগতিবাদী ও বিপ্লবী কণ্ঠ উচ্চারিত না হলে মানব সমাজে শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন নিপীড়নের শোষণে বিচূর্ণ ও বিপর্যস্ত হয়ে যেত। তচনচ হয়ে যেত সমাজ তথা সভ্যতার মূল্যবোধ। ভেঙে পড়ত সমাজ ব্যবস্থা। কেননা শোষক, শাসক, নিপীড়কেরা শুধু নিজেদের স্বার্থ ভালো বুঝে। আর সে স্বার্থ উদ্ধার করতে যে কোন স্বেচ্ছাচার বা অপকর্ম করতে তারা দ্বিধা করে না। নতুন সৃষ্টির সাধনা ছিল কাজী নজরুল ইসলামের শিল্পীসত্তার মূল প্রেরণা ও প্রবণতা। আর সেই জন্যেই সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প সর্বক্ষেত্রে পুরাতন ধ্যান -ধারণা ও মূল্যবোধ ভাঙার জন্যে তিনি বিদ্রোহী। তাঁর ঘোষণা, ' সংগ্রামে আমি ক্লান্ত, আমি মহা বিদ্রোহী, / আমি তখনই শান্ত হব যখন আমি / নির্যাতিতদের করুন আর্তনাদ থেকে আকাশ বাতাস মুক্ত পাবে। ' তাঁর কবিতা, গান মানুষকে সব সময় অনুপ্রেরণা দেবে। বিশ্বের যে কোন পরিস্থিতিতে তাঁর ভাবাদর্শন মানুষ অনুসরণ করবে। এর মধ্য দিয়েই কবি অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর সাহিত্য সম্ভারে নানাবিধ মূল্যবোধ ও নানান ধরনের ভাবদর্শন বিদ্যমান।

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা শোষকের বিরুদ্ধে, জুলুমের প্রতিবাদে, বন্দি, কারারুদ্ধ মজলুমের বা বিপ্লবী শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ার এক দুর্দান্ত আহ্বান। দেশে দেশে বিপ্লবী, প্রতিবাদী, সংগ্রামী কবিদের কবিতা যখন আমরা পড়ি, এমনকি দেশের জন্য আত্ম উতসর্গ কারী বা ফ্যাসিবাদের বলি হওয়া কবিদের ও আমরা যখন দেখি, তাদের সবার মধ্যে নজরুলের তুল্য এমন দ্রোহী, মুক্তিকামী কবি আর একজনকে ও খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বলেছিলেন,

' আকাশ -বাতাস- চন্দ্র- তারায় সাগর জলে পাহাড়- চূড়ে। / আকাশ সীমার বাঁধন টুটে/ দশদিকেতে পড়ব লুটে, / পাতাল ফেড়ে নামব নিচে, উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে, /বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে। '

' দেখব এবার জগৎটাকে / কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে। '

তিনি আমাদের গর্ব ও অহংকার। তিনি ছিলেন মানবিক মূল্যবোধের কবি। নজরুল ইসলাম যেমন মুসলিমদের জন্য সংগীত রচনা করেছেন, ' তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে/ মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে / যেন ঊষার কোলে রাঙ্গা রবি দোলে। ' তেমনি হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য ও লিখেছেন, ' আমার কালো মায়ের পায়ের নিচে/ দেখে যা আলোর নাচন ; / মায়ের রুপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব / যার হাতে মরন বাঁচন .....'

নজরুল ইসলাম মানুষ দ্বারা মানুষের উপর শোষণ - শাসন ও নিপীড়ন দেখে গভীর মর্মাহত হয়ে ব্যথিত হৃদয়ে আক্ষেপ করে লিখেছেন, ' বন্ধু গো! আর বলিতে পারি না, বড় বিষ জ্বালা ঐ বুকে, / দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে/ রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা, / তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা। '

এছাড়াও তিনি জেহাদি কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, ' মহা-বিদ্রোহী রণ- ক্লান্ত --/ আমি সেই দিন হব শান্ত / যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন - রোল আকাশ বাতাসে ধ্বনিবে না। '

সকল মানুষ সমান ভাবে, শান্তিতে বসবাস করতে পারবে - এই মন্ত্র আমরা কেবলমাত্র কাজী নজরুল ইসলামের নিকট থেকেই পেয়ে থাকি। তাঁর কবিতা, গানে ভালোবাসা ও মানবিক সখ্য, মূল্যবোধ - সবকিছু রয়েছে। ফলে তাঁকে কিংবা তাঁর সাহিত্য কে চর্চা করা মানে একটা মানবিক সমাজ নির্মাণের দিকেই যাত্রা করা।

আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি প্রগতিশীল, গণতন্ত্রকামী সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলনে নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা আজ ও রয়েছে। আজকের দিনে ও বিশ্বে চলমান মানবতার সংকট, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ সত্ত্বেও নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধির এই প্রবনতা থেকে মুক্তি পেতে নজরুলের অমর বাণী সমৃদ্ধ কবিতা পাঠের বিকল্প নেই। তিনি যে মানবতাবাদী মূল্যবোধ গুলো তুলে ধরেছিলেন তা সর্বজনীন গ্রহনযোগ্য এবং সকল মানুষ কে আকৃষ্ট করে। এই কারণে তাঁর রচনা গুলো প্রতিরোধ মূলক কার্যকলাপের জন্য ব্যাবহারিক যন্ত্রে পরিণত হয়। অর্থাৎ ধর্মীয় গোঁড়ামি, মানবিকতা, মুল্যবোধ, ভালোবাসা কে যিনি বেঁধেছেন একই সুতোয়, সেই কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য অনুপ্রাণিত করবে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে। তাঁর কবিতা কুশলতার সঙ্গে রচিত। তাতে ও আছে পাঠকের মনকে ছুঁয়ে যাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁর কবিতার সর্বকালীন আবেদনের মূলে রয়েছে প্রগাঢ় মানবতাবাদ। তা মূর্ত হয়েছে সর্বস্তরের মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতিতে, দুঃখি মানুষের অসহায়তার আন্তরিক উপলব্ধিতে এবং শোষিত - নির্যাতিত মানুষের জন্য প্রবল সহমর্মিতায়। চিরন্তন মূল্যবোধের প্রতি অনুরাগী কবি তাই সত্য কে সত্য বলেছেন, আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলে অকপটে স্বীকার করেছেন। নজরুল ইসলাম অনায়াসেই বলেছেন, ' যে বাঁশি আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই, দোষ আমার ও না, আমার বীণার ও নয়, দোষ তাঁর, যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। ' তাঁর কবিতা, গান আজ ও আমাদের চলার পথে বিশেষতঃ মূল্যবোধকে সঠিক ভাবে প্রস্ফুটিত করার ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে পাথেয় হয়ে থাকবে। তাই তো তিনি বলেছিলেন, ' আমি মহান বিদ্রোহী / হে দারিদ্র্য, তুমি আমাকে মহান করেছো ...../ তোমার অভিশাপ আমার বেহালাকে তলোয়ারে পরিণত করেছে ....। '

আত্মদর্শন অপরের সঙ্গে সংযোগের সেতু ও রবীন্দ্রনাথ

পাভেল আখতার

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ব্যাপ্তি নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। উপলব্ধি করারও কিছু নেই। তাঁর সম্পর্কে 'নতুন কথা' বলতে যা বোঝায় সেটাই হয়তো আর কিছু পড়ে নেই। কিন্তু, পুরনো হলেও যে-কথাটি বারবার বলতে হয় সেটি একটি বাক্যে বললে এরকম, তিনি আসলে মানুষকে ডাক দিলেন তার সত্তার 'ভিতরপানে' চাওয়ার দিকে। 'বাইরের ঝলকানি' মানুষকে ভুলিয়ে দেয় তার অন্তর্গত সত্তায় যে 'আলোর স্রোত' প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে তার খোঁজখবর রাখতে। রবীন্দ্রনাথ আর কিছু করেননি, কেবল নিজেকে 'আবিষ্কার' করতে বলা ছাড়া। এটার অভাবেই তো বিশ্বসংসারে যাবতীয় বিপত্তি। 'নিজেকে রচনা' করতে না-পারলে 'পৃথিবীকে রচনা' করার কথা ভাবাই যায় না, বরং তাকে ধ্বংস করার পথ প্রশস্ত হয়। এটাই যুগের ইতিহাস, কালের ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথ সেকথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধতা চাননি, প্রতিভার পুজো চাননি ; চেয়েছিলেন তাঁর মনন, তাঁর চিন্তার বর্ণালী আমরা 'আপন' করে নিই। কিন্তু, হয়েছে প্রথম দুটো।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা মূলত কবি হিসেবেই জানি। কিন্তু তাঁর নাম অবলম্বনে 'রাবীন্দ্রিক' হয়ে ওঠার যে বিশেষ প্রক্রিয়াটির কথা বলা হয়, তা শুধু তাঁর কবিতার ভুবন থেকে উৎসারিত হয় না। তা আসলে একটি সম্পূর্ণ জীবনচর্যার প্রচ্ছদ, যে জীবন মুক্ত ও ব্যাপ্ত, যা অনন্তের সন্ধানে ও সাধনায় মগ্ন থেকে অভিপ্রেত উত্তরণের দিশা দেখায় এবং ভোরের হাওয়া আর গোধূলির মায়ায় 'মানবজন্ম'-কে মহিমান্বিত করে তোলে।

'রবীন্দ্রমানস' আসলে একটি মরমী, সংবেদী, পরিশীলিত জীবনবোধ বা জীবনদর্শনের প্রতিবিম্ব, যার আধার বিশ্বমানবতার প্রতি অন্তহীন প্রত্যয়। এসবের সমবায়িক চেতনার নাম--'রাবীন্দ্রিকতা'। তাঁর অগণন কবিতা, গান, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি কোনও অনন্ত অবকাশের সুখসঞ্চারী 'অলস মায়া' নয়, বরং তা একটি পরিশ্রুত হৃদয়ের গভীর তলদেশে জন্ম নেওয়া অখণ্ড, স্বচ্ছ মানবচৈতন্য থেকে উৎসারিত মানুষের অন্তরাত্মার ক্রন্দন, আনন্দ ও উত্তরণের শব্দতরঙ্গ। 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও'--এই গভীর বোধের উচ্চারণ ছাড়া যে জীবন অর্থময় হতে পারে না তা-ও রবীন্দ্রনাথ আমাদের 'শিখিয়ে' গেছেন।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ না-পড়লে, রবীন্দ্রনাথকে না-জানলে, রবীন্দ্রনাথের গান না-শুনলে কি কোনও ক্ষতি আছে? প্রশ্নটা এমনই যে, এর কোনও উত্তরই আসলে হয় না। ভাত-রুটি না-খেলে অথবা কোনও কিছুই না-খেলে কী হতে পারে, সেটা একটা প্রশ্ন বটে এবং তার উত্তরও স্পষ্ট। কিন্তু, সবকিছু কি 'লাভ-ক্ষতি'র বাটখারা দিয়ে পরিমাপ করা যায়? তবুও প্রশ্নটা যদি ওঠেও, তার একটা উত্তরও তো দেওয়া উচিত। একটু অন্যভাবে। তাতে বস্তুবাদী মানুষ কতটা সন্তুষ্ট হবে সেটা অবশ্য অজানা, তবুও বলতে অসুবিধা নেই। আচ্ছা, 'আকাশ' না-দেখলে কি কোনও ক্ষতি আছে? ক্ষতি হয়তো নেই, কিন্তু দেখলে যে লাভটা ছিল সেটা থেকে তো বঞ্চিত হতেই হয়। আর, সেটাও একধরনের ক্ষতিই। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারটাও ঠিক তেমনই।

'অবদান' শব্দটা থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় রবীন্দ্রনাথকে ঠিক মূল্যায়ন করা যায় না। তিনি 'সংস্কারক' ছিলেন না। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ আর 'চিত্তের মুক্তি' সমার্থক। 'মুক্ত

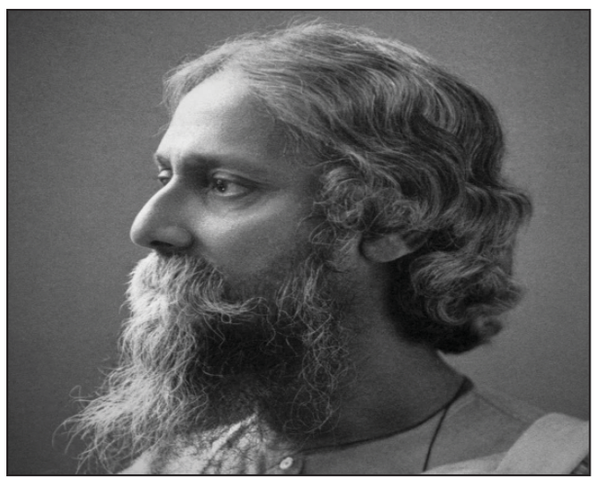

চিত্ত' না-হলে যে কিছুই হয় না, সব অর্থহীন কিংবা ব্যর্থতার আবর্জনা, সেই গূঢ়-গভীর চিন্তাকেন্দ্রে একক রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন অনন্য মহিমায়। 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে, আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে...।' এই উপলব্ধির বিভা রবীন্দ্রনাথই আমাদের চেতনায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রকৃতির রং সবুজ কেন? কারণ, তা প্রাণের সমারোহে উজ্জ্বল। মুক্তির মুক্ত দ্যোতনায় অনাবিল। মানুষকে দেখে দেখে আমরা বিষণ্ণ, ক্লান্ত হই ! 'কাছের' বলে কেউ আদৌ হয় কি না সেই সংশয়ও জাগে ! কিন্তু, প্রকৃতি আমাদের বাঁচায়--হৃদয়ের সব অশান্ত ঢেউ দূরে সরিয়ে দেয়, নিশ্চয় মুছে দেয় নিঃশব্দ বিলাপের করুণ, সিক্ত রেখাগুলি ! ''ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে, ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে !" অসামান্য একটি গানে কথাগুলি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। গানটি হ'ল--'আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ'।

আধুনিক মানুষের 'চিত্তের মুক্তি' নিয়ে এত বিপুল চর্চা হয়, অথচ সেই মুক্তিপথের যথার্থ অভিমুখ ঠিক কোনটি, সেই চয়ন-ভাবনাটি মননভুবন থেকে বহু দূরেই রয়ে যায় ! উন্মুক্ত প্রকৃতি থেকে দূরে--বহুদূরে সরে গিয়ে 'চিত্তের মুক্তিলাভ' বা 'মুক্তচিত্ত' হওয়া কোনওটাই যে সম্ভব নয় সেকথা রবীন্দ্রনাথ বুঝলেও আমরা বুঝিনি। প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্যকে ভালবাসা ও তাতে মুগ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে চিত্তের প্রসারতা বা মুক্তি সম্ভব নয়। সেজন্য প্রকৃতির মধ্যে আত্ম-অন্বেষণ জরুরি। 'জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান'। সেই 'অজানা'টা কী? একজন মনীষীকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, দীর্ঘ সময়ের একঘেয়ে, ক্লান্তিকর ট্রেনযাত্রায় তিনি কোন ধরনের বই পড়তে 'পছন্দ' করেন। এই অভ্যাসটি অনেকেরই আছে। কৌতূহলটি খুব স্বাভাবিক। কিন্তু, তাঁর উত্তরটি ছিল 'অপ্রত্যাশিত'। তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিলেন যে, সেসময় তিনি কোনও বই নয়, বরং প্রকৃতিকে 'পড়তে' ভালবাসেন ! ''এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে, সুন্দর !" রবীন্দ্রনাথেরই কথা। প্রকৃতির মতো 'সুন্দরের সঙ্গ' তো আমরা যথেষ্টই লাভ করি। কিন্তু, তার মতো আমরা 'সুন্দর' হতে পারি না কেন? তার কারণটি বোধহয় উপরে আভাসিত হয়েছে। আমরা প্রকৃতিকে 'পড়ি না' !

পৃথিবীর যে-কোনও দেশেই 'সংখ্যালঘু বা দুর্বলের ব্যথা' সংখ্যাগুরু ও বলিষ্ঠ সমাজ অনুভব করতে অক্ষম। কেবল ধর্মীয় সংখ্যালঘু নয়, সমস্ত ধরনের সংখ্যালঘু ও দুর্বল। মূলত মানবিক সংবেদনার অভাবেই উপরিউক্ত বাকবিন্যাস--আসলেই যা 'নিদারুণ ঔদাসীন্য', আবার 'হিরণ্ময় নীরবতা', দুটোই বাস্তব।

রবীন্দ্রনাথের অপরূপ আরেকটি গানের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে আমার ইচ্ছে হয়। 'আহা আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে'। রবীন্দ্রনাথের এই গানটির এক জায়গায় এই কথাগুলি আছে--'সুখে আছে যারা সুখে থাক তারা, সুখের বসন্ত সুখে হোক সারা/ দুখিনি নারীর নয়নের নীর, সুখীজনে যেন দেখিতে না পায় !' এই নিবিড় অভিমানের কারণ হিসেবে তার পরই বলা হচ্ছে--'তারা দেখেও দেখে না, তারা বুঝেও বুঝে না, তারা ফিরেও না চায় !'

এই অনবদ্য গানটিকে যদি ব্যক্তিসীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজের প্রেক্ষিতে দেখা যায়, তাহলেও তার যথার্থতা স্বীকার করতেই হবে। কীভাবে? 'সুখী' শব্দটিকে অনায়াসেই নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ জীবনের প্রতীক হিসেবে ধরা যায়। এর বিপরীতে ঠিক তেমনই 'দুঃখী' শব্দটিকেও দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে দীর্ণ ও বিপন্ন জীবনের প্রতীক বলা যায়। এখন প্রশ্ন হ'ল, 'সমাজ' শব্দটি যদি বৃহত্তর সমষ্টিকে দ্যোতিত করে, তাহলে সুখী মানুষ কি তার নিজস্ব সুখটুকু নিয়েই কেবল বিভোর বা সন্তুষ্ট থাকতে পারে? দুঃখী মানুষের দুঃখে বিচলিত হওয়া, তার দুঃখ মোচনে সক্রিয় হওয়া সুখীজনের কাছ থেকে কি কাম্য নয়? অবশ্যই কাম্য, প্রত্যাশিত। কিন্তু সেই প্রত্যাশা যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে, তখন দুঃখীজনের হৃদয় থেকে গভীর এক হাহাকার অভিমানের মোড়কে এভাবেই উন্মোচিত হয় ! তাছাড়া তার আর করারই-বা কী আছে !

এই 'আত্মসুখপরায়ন সমাজ' সজীব নয়, দস্তুরমতো মৃত এক সমাজ ! 'মানবসমাজ' বলা তো একেবারেই ভুল ! এই ভুলের পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে, কেবলই আত্মসুখের ভেলায় চড়ে বেশি দূর যাওয়াও কিন্তু সম্ভব নয় !!

দুই

বাঁশ ঝাড়ের ওপর দিয়ে রক্তিম সূর্যটা পশ্চিম দিকে হেলে পড়তে উদ্যত। তার সোনালী আভা পাতার ফাঁক দিয়ে ঠিকরে এসে টিনের চালের ওপর পড়ায় ক্ষণেকের জন্যে অন্য এক জগতের জন্ম দিয়েছে। নির্দিষ্ট একটা স্থানকে বৃহৎ এক রত্ন পাথরের মতো মনে হয়; যার আলোয় আলোকিত হবে জগৎ সংসার যেন। বাঁশ বাগানে আশ্রয় নেওয়া পাখিগুলো ইতিমধ্যে দূর দূরন্ত থেকে আসতে শুরু করেছে ঝাঁকে ঝাঁকে। তাদের কিচির মিচির শব্দে প্রতিদিনের মতো মুখোরিত সমস্ত অঞ্চল। এমন সময় পাশের ঘর থেকে ভাবীর ডাক কানে ভেসে আসে তিতলির।

'তিতলি, তিতলি; কোথায় গেলি তুই? এদিকে বেলা যে গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো। কার্জকর্মতো সব পড়ে রইলো, কখন করবি এসব?'

'আসছি ভাবী।' দ্রুতপায়ে ভাবীর সামনে ছুটে যায় তিতলি।

'এই যে নবাব জাদী, কোথায় ছিলি এত সময়?' ভাবীর প্রশ্ন।

'ছোটভাইকে পানি দিতে গিয়েছিলাম।'

'সে কি এমন জমিদার যে, পানি এগিয়ে দিতে হবে?'

'ভাবী সে আমার ভাই। তোমাকে তো বলছে না পানি দিতে।'

'ভাই হয়েতো আমার গুষ্টি উদ্ধার করে ফেলেছে।'

'এমন কথা বলো না ভাবী।'

তিতলির চোখ জলে ভরে যায় মুহূর্তে।

'পানি দিতে গিয়েছিলি সেতো আধা ঘন্টা আগে; তা এতক্ষণ কি করছিলি? যার আয় করার মুরোদ নেই তার ঘরে বসে থেকে পানি খাবার সাধ হয় কীভাবে? বলি, ওদিকে ছোটভাইকে পানি খাওয়াতে যেয়ে আধাঘন্টা কাটালে সংসারের অন্য কাজকর্মগুলো কে করবে? আমি?'

'ছিঃ ভাবী, তুমি কখনও পাল্টাবে না? এমন করে বলছো কেন? দেখো সন্ধ্যার আগেই সব কাজকর্ম করে ফেলবো। ছোটভাইকে কিছু বলো না। এ আমার অনুরোধ।'

'ভাই দরদ একেবারে উথলে উঠছে? বলি এতই যখন দরদ তখন ছোটভাইকে বলতে পারিস না তোর ভরণ পোষণের ভার নিতে? বড় ভাইয়ের অন্ন ধ্বংস করছিস কেন?'

'ভাবী!'

'আবার চোখের পানি মাটিতে ঢালা হচ্ছে। চোখের পানি ফেলার আর দরকার নেই; যা এখন কাজকর্ম করগে।'

'ছোটভাই এখন বেকার বলে ওকে গালি গালাজ করছো, দেখবে একদিন ওর কাছেই তোমাকে হাত পাততে হবে।'

সূচনা বেগম মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'স্বপ্ন দেখার একটা সীমা থাকে- সীমা অতিক্রম করলে তখন সেটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়।'

'দুঃস্বপ্ন না মহা স্বপ্ন সেটা একদিন তুমি বুঝবে, তখন তোমার কিছুই করার থাকবে না।'

'কী? যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা! আজ আসুক তোর ভাই। আমি এর বিচার চাইবো। আমাকে অভিশাপ দেয়!'

'তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি না ভাবী।'

'কী, আবার মুখে মুখে তর্ক। আজ যদি এর একটা বিহীত করতে না পারি তবে আমার না সূচনা বেগম নয়।'

'ভাবী তোমার নামটা কে রেখেছিল?' দুঃখের মাঝে মুখে কিঞ্চিৎ হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল তিতলি।

'কেন?'

'না, এমনি।'

'আমার বাবা।'

'তোমার বাবা কি ভবিষ্যৎ বাণী করতে জানতো?'

'নাতো। কেন?'

'এই যে তোমার নাম সূচনা রেখেছেন। কোন অঘটনের তুমিইতো সূচনা করো, তাই।'

'কি আমি গণ্ডগোল করি? আজ যদি তোর ভাই এর বিচার না করে তাহলে হয় তুই এ বাড়িতে থাকবি না হয় আমি থাকবো।'

'আমি আর তোমাদের এখানে বেশিদিন থাকছি না ভাবী এটা জেনে রেখো।'

'থাকছিস না! যাবিটা কোথায় শুনি?'

'আমি এখন যাচ্ছি না। আগামীকাল ছোটভাই এ বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমাকেও নিয়ে যাবে।'

'যে নিজে থাকার জায়গা পায় না সে যাবে অন্যকে নিয়ে!'

তাচ্ছিল্যের হাসি সূচনা বেগমের মুখে।

'যাবে ভাবী, যাবে। তুমি দেখো এখান থেকে ছোটভাই আমাকে সত্যি নিয়ে যাবে একদিন।'

'হুঁ যাবে। নিজে আগে বাঁচুক, তারপর না হয় বোনকে বাঁচাবে। তুই যা কাজ কর। কাজে ফাঁকি দিবি না একদম। অন্তত তিনবেলা খাওয়াটা হালাল করে খা।'

চলবে...

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

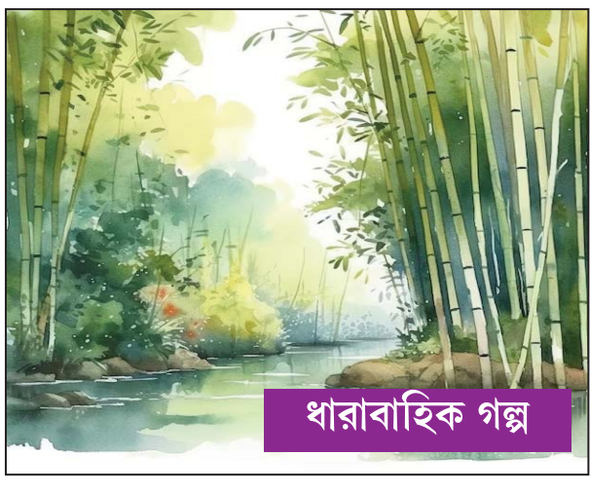

অনন্য নজরুল

ফারুক আহমেদ

কালজয়ী সাহিত্যসৃষ্টিকারী বাঙালির প্রাণের কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্মবর্ষ উদযাপন চলছে। গবেষণালব্ধ সৃজনশীলতায় সমৃদ্ধ প্রবন্ধ, কবিতা, সংগীত, গল্প, নাটক, শিশুসাহিত্য ও উপন্যাস রচনায় কাজী নজরুল ইসলাম অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের বাণীবাহক কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.) ছিলেন বিদ্রোহী চেতনার ধারক, বাহক এবং রূপকার। তাঁর সংগ্রামশীল বর্ণাঢ্য জীবনে রচিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য ও সংগীতশাস্ত্রসহ সৃষ্টিশীল মৌলিক প্রতিভার রূপস্বরূপ সাধনার অনুশীলন এবং চর্চা আবহমান বাংলার বাঙালি সমাজে আজও বিরাজমান। এনিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানী গবেষণার ধারা শতাব্দী পেরিয়ে এখনো সমানভাবে গুরুত্ব বহন করছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন সাফল্য, স্বাতন্ত্র্য, সাযুজ্য পাঠক ও সমালোচকের নিকট বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত পরাধীনতা, শোষণ-বঞ্চনা, সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী প্রত্যয় ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অধুনা নজরুল প্রতিভার স্বরূপ সন্ধান, অনুধাবন এবং তাঁর সাহিত্যের নবমূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন সৃষ্টিশীল লেখকগণ। যা নজরুল চর্চা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান ও অপরিহার্য সংযোজনা। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগ প্রবর্তক ও মৌলিক প্রতিভার অধিকারী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য নিয়ে বিশ্লেষণী আলোচনার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড়ো প্রতিভার অন্যতম বিস্ময় হলো বারংবার তাঁর মূল্যায়ন ও চিন্তার গুরুত্ব পুনর্বিচার করা। নজরুলের সাহিত্য ও শিল্পকর্ম নিয়ে পাঠকের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির

পিপাসা অপূরণীয়। তাই নতুন করে তাঁকে জানতে চাওয়ার বাসনা অমূলক নয়। এমন দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুল বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা, পর্যালোচনা এবং গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক গ্রন্থের প্রকাশ অব্যহত আছে। তাঁর সাহিত্যকীর্তি ও মাঙ্গলিক চিন্তাধারার বিদ্রোহী ভাবাবেদন সার্বিক পরিচয়ে বিভিন্ন গ্রন্থের ফ্রেমে তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা দুই বাংলা জুড়ে অব্যাহত রয়েছে। চৈতন্যের উপলব্ধি থেকেই প্রাবন্ধিকগণ কাজী নজরুল ইসলামকে মূল্যায়নের নিজস্ব প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে উল্লেখ করতেই হয় 'বিস্তীর্ণ আকাশ জুড়ে কাজী নজরুল ইসলাম' নামক সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থে স্থান পাওয়া প্রবন্ধ সমূহ আঙ্গিক গত নিরীক্ষায় অনন্য সংযোজনা।

বাঙালির জাগরণ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর কবিতা ও গান ছিল প্রেরণার উৎস। তাঁর সৃষ্টিকর্মে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিসুলভ ভক্তির প্রাবল্য, আবেগের আতিশয্য ও প্রাণপ্রাচুর্যে বিদ্যমান থাকতো বিচিত্র মনোনিবেশ। যেখানে ব্যক্তিগত ভালোলাগা বা মন্দলাগার মতো কোনো বিষয় মুখ্য হিসেবে কখনই দেখা দিতো না। বাঙালির জাতীয় জীবনে মুক্তির অবগাহনই ছিল তাঁর সৃষ্টিশীল প্রেরণার অন্যতম উপাদান। ধনবাদী যুগের শোষণযন্ত্রের কবলে পড়ে মানুষ যে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলে, কবি কাজী নজরুল ইসলাম তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করে বিপ্লবের প্রেরণায় বাঙালি জাতিকে বরাবরই উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রতিবাদ ও প্রতিকারের আশায় লেখনির মাধ্যমে তাঁর এমন সংগ্রাম ছিল ক্লান্তিহীন।

কাজী নজরুল ইসলাম-এর প্রতিভার যথাসাধ্য বিশ্লেষণ তুলে ধরার প্রয়াস অদ্বিষ্ট হয়েছে মূলত গবেষক ও প্রাবন্ধিকগণের লেখনির সাহচার্যে। যার মধ্য দিয়ে সুনিবিড় মহিমার প্রত্যয়ে বিদ্রোহের বার্তা ও সাম্যবাদের রূপান্তর সূচিত হয়েছে। যেখানে তারুণ্যের উদ্দীপনায় গৌরবময় চিন্তাচেতনা ভিন্নমাত্রা অর্জনে সক্ষম। আন্তরিক তৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতা চিত্তে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর যুক্তি নির্ভর স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করেছেন 'বিদ্রোহী' কবিতায়। তাই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আজ কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে অনুশীলন ও চর্চা করা জরুরি একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে। ভারতের অশুভ শক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়েছে ফ্যাসিস্ট শক্তি, তাদের তুঘলকি কাজকর্মের ফলে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সংবিধানের মূল কাঠামোর উপর আঘাত হানছে অশুভ শক্তি। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে রাজশক্তির অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আওয়াজ তুলেছিলেন।

আবেগের পরিবর্তে যুক্তির আলোকে ও রস বিচারে কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকৃত সাহিত্যে বিশ্লেষণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আমাদের। যদি নতুন করে জীবনপ্রীতির দর্শনে হৃদয় ও বুদ্ধিমত্তার তাগিদে কাজী নজরুল ইসলামকে জনমানসে আবিষ্কারের আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হই তবেই অব্যাহত প্রচেষ্টার প্রয়াস সার্থক হবে।

যুগস্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবজাগরণের অন্যতম রূপকার। আর এই রূপকের অনন্য সাধারণ ভাবনা 'বিদ্রোহী' ও তাঁর আরও নানা কবিতায় যথাযথ আবেদনে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। মূলত শক্তি ও মুক্তির চেতনায় মানব প্রত্যয় নিয়ে যুগযন্ত্রণায় তিনি যে দ্রোহের ভূমিকা পালন করেন তারই রূপান্তর বিদ্রোহী কবিতার নির্যাস। জাগতিক অন্যায়, অবিচার, শোষণ, দুঃশাসন ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর বিদ্রোহ। পরাধীন ভারতবর্ষে যখন মানবতা শৃঙ্খলিত, সমাজকাঠামো তমসাচ্ছন্ন, তখন তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তির কামনায় হয়ে ওঠেন অশনিসংকেত। ব্যক্তিনিরপেক্ষ, মুক্তিকামী ও স্বাধীনচেতা মানুষটি দেশ ও জাতিকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে শক্তি ও প্রত্যয় নিয়ে গেয়েছেন জাগরণী গান।

কাব্যগ্রন্থ, ধর্মদর্শন, ইতিহাস, লোকসাহিত্য, সংগীত, নাটক, ছোটোগল্প, সমাজভাবনা ও শিল্পসাহিত্য বিষয়ক বৈচিত্র্যময় বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলাম-এর কলম প্রথম স্বাধীনতার সুর জাগিয়ে তোলে পরাধীন ভারত জুড়ে। যার আজও সেই ভাব-সৌন্দর্যের অমিয়সুধা উপভোগ করছেন পাঠক বাঙালি ও জাতি। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর লেখায় বরাবরই জাগরণ ও দেশপ্রেমের অনুষঙ্গ ও উদ্দীপনামূলক ভাবাবেদন তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে পিছিয়ে থাকা বাঙালিদের জীবনাচার ও তাঁদের অতীত, বর্তমান এবং ভূত-ভবিষৎ সম্পর্কিত কর্মপন্থা বিষয়ক লেখায় তিনি ছিলেন অধিক যত্নবান।

ক্রিসমাসের রাত, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাইশ বছরের যুবক কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতার ৩/৪ সি, কলকাতার তালতলা লেনের বাড়িতে বসে কাঠ পেন্সিল হাতে নিয়ে লিখেছেন কালজয়ী ও বাংলা ভাষার অমর সৃষ্টি 'বিদ্রোহী' কবিতাটি। শতবর্ষ পেরিয়ে আজও সমান আবেদন নিয়ে অমর হয়ে আছে এই কবিতাটির ভাবাবেদন। হয়তো অনাগত সময় ধরে কবিতাটির আবেদন বাঙালি জীবন ও সমাজে অটুট থাকবে।

তথ্যসূত্র: *১). বিস্তীর্ণ আকাশ জুড়ে কাজী নজরুল ইসলাম, সম্পাদনা, ফারুক আহমেদ, উদার আকাশ। ২). নজরুল সাহিত্যে-দেশকাল, স'আদুল ইসলাম, উদার আকাশ।*

আমরা মানুষ

সুচিত চক্রবর্তী

আমরা মানুষ আমরা ফানুস
উড়ছি শুধু উড়ছি
গোলকধাঁধায় এই দুনিয়ায়
লোকের কথায় ঘুরছি।
তাইতো এখন যাযাবর
হারিয়ে যাচ্ছে সব,
ভাগ্যকেই দোষ দিয়ে যাই
থাকি যে নীরব।
আমরা ভীষণ মাটির মানুষ
সবুজ অবুঝ মন,
দেখেও কিছু বলি না যে
অবুঝ সারাখন।
আমরা মানুষ আমরা ফানুস
আমরা শান্তি চাই,
লড়াই করে বেঁচে আছি
তাতেই শান্তি পাই।
মানুষ বলে গর্ব করি
বড়াই করি কচ,
স্বার্থকেই বড়ো করে
দেখি অবিরত।
চেতনা যে কবে হবে
ফিরবে মান ও হুঁশ
বড়াই করে বলবো সেদিন
আমরা আসল মানুষ।

শ্রদ্ধেয় নজরুল

আসগার আলি মণ্ডল

সাম্যের বাণী ছড়িয়ে দিয়ে
বাজিয়ে অগ্নিবীনা
দূর্বল প্রাণে এনেছে শক্তি
চওড়া করেছে শিনা।
কবিতা গানে ছন্দ-সুরে
বিদ্রোহীর ছবি আঁকা
দু'হাত ভরে দিয়েই গেছেন
শুধু,প্রাপ্তির ঘর ফাঁকা।
মাটে-ঘাটে ক্ষেত খামারেতে
ফুটিয়েছেন ঝিঁয়া ফুল
তারুণ্যের শক্তি বিদ্রোহী কবি
শ্রদ্ধেয় নজরুল।

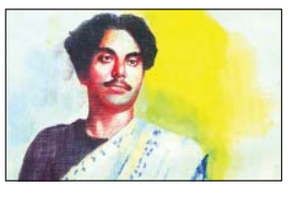

ছড়া-ছড়ি

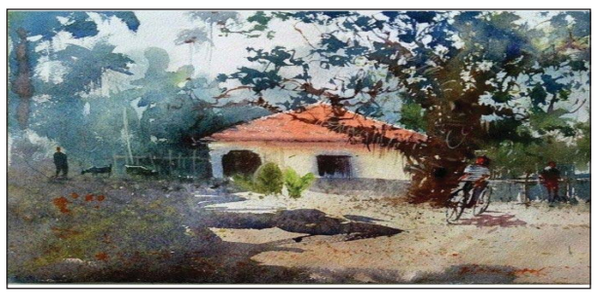

চালনা

বাহাউদ্দিন সেখ

মাঝে মাঝে নিজের ছায়া দেখেও
হতভম্ব হয়ে পড়ি,
রাত্রির অন্ধকারে ঘুম যেন নিঃস্ব হয়ে যায়।
মনের মধ্যে ঘুরপাক ঘুরে যায় বারবার
এক দুঃস্বপ্নের মাটির ঘ্রাণ!
যে মাটিতে আর ফুটিয়ে তোলা হলো না,
বীজ থেকে অঙ্কুর বা চারা।
সেই মাটিতে কি আর ফুটবে সেই ফসল?
প্রশ্ন শুধু বারবার লক্ষ লক্ষ মাইল মনে।
তবুও স্থির সেই গভীর বেদনা জমে,
ফুটন্ত লাভা ঘুম চোখে রাত্রির অন্ধকারে।
ভাবি শুধু বারবার একান্ত ভাবনায়,
যে শব্দরা ফুরিয়ে যায়নি, সে কি আর ফুরাবে?

ইতিহাস কান্না করছে

মোঃ ইজাজ আহামেদ

ইতিহাস আর ইতিহাসে নেই
রাজনীতি আর রাজনীতিতে নেই
ভোটপ্রচার চলছে ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে
মুখ নিঃসৃত বিকৃত কথারা কলুষিত করছে
ইতিহাস আর ইতিহাসে নেই
সেলিব্রেটিরা আর সেলিব্রেটিতে সীমাবদ্ধ নেই
রাজনীতিতে তাঁরা হয়ে উঠছেন বিকৃত ঐতিহাসিক
সবক্ষেত্রে তাঁরা হয়ে উঠছেন মুখপাত্র সবজান্তা আধিকারিক
ইতিহাসকে বেধড়ক পেটানো হচ্ছে
সে খোঁড়াচ্ছে সে কান্না করছে
তাকে জোর করে গল্পের পোশাক পরানো হচ্ছে
মানবতার দিকে সে অসহায় হয়ে তাকিয়ে আছে

বই

সারিউল ইসলাম

পৃথিবীতে সব চুরি হয়,
খুঁজি জিনিস কই?
যেটা কখনো হয়না চুরি,
সেটার নাম বই।
বইয়ের পাতা পড়লে তবে
জ্ঞান বাড়বে তাই,
ওসব জিনিস ছেড়ে সবে
চুরি করবো আই।
বই পড়লে শিক্ষা হবে,
জাগবে দেশের প্রজা;
নিজের হক বুঝে নেবে,
গদি হারাবে রাজা।
মূর্খ প্রজা খাচ্ছে খাজা,
পড়ছে না সে বই!
নেশার জন্য আছে গাঁজা,
করছে না দেখে সই।
শিখতে হবে জানতে হবে,
পড়তে হবে বই;
জ্ঞানচক্ষু খুলবে তবে,
প্রশ্ন হবে কই!?
এসো বন্ধু তুমি-আমি
বই পড়বো বসে,
সম্পর্ক হবে দামী
থাকবো মিলেমিশে।

অভাগী মা

আলমগীর

তোর কাছে আজ হলাম আমি
নিত্য দিনের বোঝা ।
ব্যাটারে তুই রাখলি না ঘরে
দিলি আমায় ঝাঁটা ।
জুটলো রে তোর ছেলেপুলের
অন্ন পেট ভরে।
এই অভাগীকে তাড়িয়ে দিলি
বৃদ্ধাশ্রমের ঘরে ।
পঁচিশ টি বছর হয়ে গেল
মরেছে তোর বাবা।
খাটতে খাটতে জীবন গেছে
পাইনি সুখের দেখা ।
তোর জন্য স্বপ্ন বুনে
ছিলাম আমি ঘরে।
তোর মুখেতে তাকিয়ে আমি
যায়নি কারো সাথে ।
তুই তো আমার স্বপ্ন ছিলি
ছিলি মনের আশা!
কেন আমায় ফেলে গেলি
দিলি না আর তো দেখা ?

সিটিকে হারিয়ে এফএ কাপের শিরোপা ইউনাইটেডের

আপনজন ডেস্ক: ঐতিহাসিক ওয়েম্বলিতে ঐতিহ্যবাহী প্রতিযোগিতা এফএ কাপের ফাইনাল। সব হারানো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জন্য এর চেয়ে বড় প্রেরণা আর কী হতে পারে! এ ছাড়াও ইউনাইটেডের জেগে ওঠার উপলক্ষ ছিল-এ ম্যাচে যে তাদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের ফুটবলের 'নতুন' পরাশক্তি এবং নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার সিটি।
এমন একটি ম্যাচের আগেও ইউনাইটেডকে ঘিরে ছিল নেতিবাচক আলোচনা। ইউনাইটেড এফএ কাপের ফাইনাল হারুক বা জিতুক-এ ম্যাচই হয়তো ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটির ডাগআউটে এরিক টেন হাগের শেষ-এমন কথাই হয়েছে ম্যাচ শুরুর আগে।
এসবের পরও ঐতিহ্যের টুর্নামেন্টের ফাইনালে ঐতিহ্যবাহী ইউনাইটেড ঠিকই জেগে উঠেছে। সিটিকে ২-১ গোলে হারিয়ে জিতে নিয়েছে এফএ কাপের শিরোপা। এই জয়ে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী সিটির বিপক্ষে একটি প্রতিশোধও নেওয়া হলো ইউনাইটেডের। গত বছরও এফএ কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ইউনাইটেড-সিটি।
ইউনাইটেডকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল সিটি। এ ছাড়া ইউনাইটেড জায়গা করে নিয়েছে ইউরোপা লিগেও।
সেই ম্যাচের প্রতিশোধ নিতে নেমে শুরু থেকেই সিটিকে চেপে ধরার চেষ্টা করে ইউনাইটেড। সিটির রক্ষণে আতঙ্ক ছড়িয়ে যান আলেহান্দ্রো গারনাচো-ব্রুনো ফার্নান্দেজ-মার্কাস রাশফোর্ডরা। সেই চাপে শুরুতেই অনেকটা এলোমেলো হয়ে যায় সিটির রক্ষণ, ভুলও করতে শুরু করে তারা। সেরকম একটি ভুলেরই সুযোগ নিয়ে ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন গারনাচো। ইউনাইটেডের মাঝমাঠ থেকে উড়ে আসা একটি বল বাঁচাতে পোস্ট থেকে বেরিয়ে আসেন সিটির গোলকিপার স্টেফান ওর্তেগা। অন্যদিকে ওর্তেগাকে সাহায্য করতে বলের পেছন পেছন দৌড়ে আসেন ইয়োস্কো গাভার্দিওল। দৌড়ে এসে তিনি হেডে ব্যাক পাস দেওয়ার চেষ্টা করেন ওর্তেগাকে। কিন্তু বল চলে যায় এগিয়ে আসা ওর্তেগার মাথার ওপর দিয়ে। সেই বল ধরে ফাঁকা জালে পাঠিয়ে দেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড গারনাচো।
৩০ মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার পর যেন আরও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে ইউনাইটেড। ৮ মিনিট পর রাশফোর্ড আবার সিটির জালে বল পাঠান। কিন্তু অফসাইডের কারণে সেটি গোল দেননি রেফারি। তবে পরের মিনিটেই স্কোরলাইন ২-০ করেন কোবি মাইনু। গোলটি ছিল দলীয় খেলার অসাধারণ এক উদাহরণ।
বক্সের বাইরে বল পেয়ে ডান দিকে থাকা গারনাচোকে দেন রাশফোর্ড। গারনাচো বল পাঠান ফার্নান্দেজের কাছে। প্রথম স্পর্শেই ফার্নান্দেজ বল দেন বক্সের বাঁ দিকে থাকা মাইনুকে। দুর্দান্ত এক গড়ানো শটে মাইনু বল পাঠান জালে। ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়া সিটি দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে। ৫৫ মিনিটে জেরেমি ডকু ও ফিল ফোডেন নিজেদের মধ্যে বল নেওয়া-দেওয়া করে ঢুকে পড়েন বক্সে। পরে ডকু পাস দেন ফোডেনকে।
কিন্তু ফোডেনের পাশ দিয়ে বল চলে যায় আর্লিং হলান্ডের কাছে। তাঁর জোরালো শট ফিরে আসে বারে লেগে। এরপরও দু-একটি ভালো সুযোগ পায় সিটি। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোল কিছুতেই পাচ্ছিল না তারা। সিটি অবশেষে গোলের দেখা পায় ৮৭ মিনিটে। বক্সের ঠিক ওপরে বল পেয়ে ডকু ডান পায়ের জোরালো শট নেন। সেটি ইউনাইটেড গোলকিপার ওনানার হাতে লেগে ঢুকে যায় জালে। এরপর যোগ করা ৭ মিনিট মিলিয়ে গোল শোধের জন্য ১০ মিনিট সময় পায় সিটি। কিন্তু গোল আর শোধ করা হয়নি তাদের।

আইপিএল: রাজস্থানকে হারিয়ে ফাইনালে হায়দরাবাদ

আপনজন ডেস্ক: ১৭৬ রান, এবারের আইপিএলে এই লক্ষ্যটাকে বড় বলার সুযোগ নেই। তবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে এই রানই যথেষ্ট হলো সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জন্য। চেন্নাইয়ের এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামের ধীরগতির উইকেটে কাজে লাগিয়ে রাজস্থান রয়্যালসকে ৩৬ রানে হারিয়েছে হায়দরাবাদ।
এই জয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেছে প্যাট কামিন্সের দল। গত মৌসুমে এই হায়দরাবাদই ছিল পয়েন্ট তালিকার তলানিতে।
আগামী ২৬ জুন ফাইনালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে খেলবে হায়দরাবাদ। এই দুই দলই গ্রুপ পর্ব শেষে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ছিল।
১৭৬ রানের জবাবে পাওয়ার প্লেতে ভালোই শুরু করে রাজস্থান রয়্যালস। ৬ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে তারা তোলে ৫১ রান। তবে ২১ বলে ৪২ রান করে যশস্বী জয়সোয়াল ফিরে গেলে রানের চাকা থেমে যায় রাজস্থানের। ১ উইকেটে ৬৫ রান থেকে ৯২ রান তুলতে ৬ উইকেট হারায় দলটি। এরপর ধ্রুব জুরেল চেষ্টা করলেও সেটি জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। জুরেল করেছিলেন অপারিজত ৫৬ রান। বল হাতে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন হায়দরাবাদের দুই স্পিনার–শাহবাজ আহমদে ও অভিষেক শর্মা। এত দিন ব্যাট হেড ঝড় তোলা অভিষেক আজ ৪ ওভারে ২৩ রান নিয়ে নিয়েছেন ২ উইকেট। শাহবাজ ২৩ রানে নিয়েছেন ৩টি।
আগে ব্যাটিং করা হায়দরাবাদের ওপেনার অভিষেক আজও ঝড় তোলার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। যদিও তা স্থায়ী হয়নি। ৫ বলে ১২ রান করে আউট হন এই ওপেনার। অপর প্রান্তে থাকা ট্রাভিস হেড নন, হায়দরাবাদের হয়ে দ্রুত রান তোলার কাজটা করেন তিন নম্বরে নামা রাহুল ত্রিপাঠী। ১৫ বলে ৩৭ রান করে ফিরে গেলেও পাওয়ার প্লেতে হায়দরাবাদের ভালো শুরু নিশ্চিত করেন তিনি। এরপর এইডেন মার্করাম আউট হন ১ রান করে। এই তিন ব্যাটসম্যানকেই ফেরান বোল্ট। হেড আজ করেছেন ২৮ বলে ৩৪ রান।
প্রথম ১০.২ বলে ১০০ রান তোলা হায়দরাবাদ শেষ ৯.৪ ওভারে রান তুলেছে ৭৫। সেটা ক্রিজে হাইনরিখ ক্লাসেন থাকার পরও। দলের চাহিদা মিটিয়ে ৩৪ বলে ৫০ রান করেছেন ক্লাসেন। সন্দীপ শর্মা ও আবেশ খান দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। দুজন ৮ ওভারে রান দিয়েছেন ৫২, উইকেট নিয়েছেন ৫টি।

ভারতের বিশ্বকাপ দলে থাকা কেউ নেই আইপিএল ফাইনালে

আপনজন ডেস্ক: প্রথম কোয়ালিফায়ার জিতে সবার আগে আইপিএল ফাইনালে উঠেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। গতকাল রাতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে রাজস্থান রয়্যালসকে ৩৬ রানে হারিয়ে ফাইনালে পা রেখেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।
চেন্নাইয়ের চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে আগামীকাল রাতে আইপিএলের ১৭তম আসরের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে কলকাতা-হায়দরাবাদ। অথচ দুই ফাইনালিস্ট দলে থাকা খেলোয়াড়দের কারও ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি। এবারের আইপিএলে কলকাতা দলে আছেন ১৫ জন ভারতীয় এবং হায়দরাবাদে ১৭ জন। কলকাতার ভারতীয় খেলোয়াড়েরা হলেন অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার, নিতিশ রানা, ভেঙ্কটেশ আয়ার, রিংকু সিং, বৈভব অরোরা, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, সুইয়াশ শর্মা, মনীশ পান্ডে, অঙ্গকৃষ রঘুবংশী, শ্রীকর ভারত, অনুকূল রায়, রমণদীপ সিং, সাকিব হুসেইন ও চেতন সাকারিয়া। হায়দরাবাদের ভারতীয় খেলোয়াড়েরা হলেন অভিষেক শর্মা, ভুবনেশ্বর কুমার, উমরান মালিক, থাঙ্গারাসু নটরাজন, মায়াঙ্ক মারকান্দে, জয়দেব উনাদকাট, আকাশ সিং, শাহবাজ আহমেদ, ওয়াশিংটন সুন্দর, নিতিশ রেড্ডি, সানভির সিং, আনপ্রীত সিং, উপেন্দ্র সিং, মায়াঙ্ক আগারওয়াল, রাহুল ত্রিপাঠী, জঠাবেধ সুব্রামানিয়ান ও আবদুল সামাদ।
দুই দলের এই ৩২ খেলোয়াড়ের কেউই ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে নেই। রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে শুধু কলকাতার রিংকু সিংকে রাখা হয়েছে।
যেকোনো দেশের জাতীয় দলের নিয়মিত খেলোয়াড়েরাই তো বড় তারকা হিসেবে বিবেচিত হন। ভারতের ক্ষেত্রেও তা-ই। তবে বিশ্বকাপ দলের কেউ না থাকায় এবার ভারতীয় তারকাশূন্য আইপিএল ফাইনাল দেখতে যাচ্ছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।
ভারতের বিশ্বকাপ দলের ১৫ সদস্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৪ জন সদস্য মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের। অথচ পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা মুম্বাই সবার আগে আইপিএলের লিগ পর্ব থেকে ছিটকে পড়েছে। মুম্বাইয়ের চার খেলোয়াড় হলেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা, অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া, ব্যাটসম্যান সূর্যকুমার যাদব ও ফাস্ট বোলার যশপ্রীত বুমরা। তিনজন করে আছেন দিল্লি ক্যাপিটালস ও রাজস্থান রয়্যালস থেকে। দিল্লি পয়েন্ট তালিকার ছয়ে থেকে আইপিএল শেষ করেছে, তৃতীয় হয়ে প্লে-অফ পর্বে ওঠা রাজস্থান কাল দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার থেকে বিদায় নিয়েছে। দিল্লি ক্যাপিটালস প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বকাপে যাচ্ছেন 'চায়নাম্যান' কুলদীপ যাদব, স্পিন অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল ও ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা ঋষভ পন্ত। এবারের আইপিএল দিয়েই প্রায় দেড় বছর পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরেছেন পন্ত। দিল্লিকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। ২৬ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান আইপিএলে ১৩ ম্যাচে ১৫৫.৪০ স্ট্রাইক রেটে ৪৪৬ রান করে অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক প্যানেলেরও মন জিতে নিয়েছেন। রাজস্থানের তিন খেলোয়াড় অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন, ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল ও লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর দুজন করে ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন। চেন্নাইয়ের অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে আছেন মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান শিবম দুবে। আইপিএলে ১৪ ম্যাচে ১৬২.৩০ স্ট্রাইক রেটে ৩৯৬ রান করা দুবে প্রথমবার বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন। বেঙ্গালুরু থেকে বিরাট কোহলির সঙ্গে আছেন পেসার মোহাম্মদ সিরাজ।
গত শনিবার বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে নেট রানরেটে পিছিয়ে পড়ে চেন্নাই। পয়েন্ট তালিকার পাঁচে থেকে বিদায় নেয় দলটি। অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্লে-অফ পর্বে ওঠা বেঙ্গালুরু গত বুধবার এলিমিনেটরে হায়দরাবাদের কাছে হেরে ছিটকে পড়ে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের আরেক সদস্য অর্শদীপ সিং এবারের আইপিএলে খেলেছেন পাঞ্জাব কিংসে। তাঁর দলের পয়েন্ট তালিকার নয়ে থেকে লিগ পর্ব থেকে বিদায় নেয়।
ভারতীয় দলে 'অটোমেটিক চয়েস' বলে কিছু নেই। ঘরোয়া প্রতিযোগিতাগুলোয় পারফর্ম করেই সবাইকে জাতীয় দলে ঢুকতে হয়। খারাপ করলে বা বোর্ডের নির্দেশের পরও ঘরোয়ায় না খেললে বাদও পড়তে হয়। ঈশান কিষান ও শ্রেয়াস আইয়ারের দলে জায়গা হারানো ও বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়া যার সর্বশেষ উদাহরণ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে থাকায় এবারের আইপিএল ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। গত ৩০ এপ্রিল বিসিসিআই ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা করে। এর আগপর্যন্ত দলে থাকা ক্রিকেটাররা আইপিএলে দারুণ পারফর্ম করেছেন। কিন্তু দলে জায়গা পাওয়ার পর থেকে বেশির ভাগ ক্রিকেটারের পারফরম্যান্স গ্রাফ ছিল নিম্নমুখী। সেটারই প্রভাব পড়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে। ফলস্বরূপ শিরোপা-লড়াইয়ের আগেই বিদায় নিতে হয়েছে মুম্বাই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, দিল্লি, রাজস্থান ও পাঞ্জাবকে। এ নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো (২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০২১, ২০২২, ২০২৪) কোনো বছরে আইপিএল শেষ হওয়ার পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। তবে এবারই প্রথম আইপিএল ফাইনাল খেলা দুই দলের কেউই ভারতের বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি। বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়ার পর বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের ছন্দ হারিয়ে ফেলা ভারতীয় ক্রিকেট মহলে এই প্রশ্ন তুলেছে–তাহলে কি বিশ্বকাপ স্কোয়াড সাজাতে ভুল করেছে বিসিসিআই?
আইপিএল ফাইনালে থাকা খেলোয়াড়দের মধ্যে শুধু কলকাতার রিংকু সিংকে বিশ্বকাপের রিজার্ভ খেলোয়াড়ের তালিকায় রাখা হয়েছে
আইপিএল ফাইনালে থাকা খেলোয়াড়দের মধ্যে শুধু কলকাতার রিংকু সিংকে বিশ্বকাপের রিজার্ভ খেলোয়াড়ের তালিকায় রাখা হয়েছেবিসিসিআই অবশ্য একটা দিক থেকে ভারতের কোচিং স্টাফের লাভই হচ্ছে। আইপিএল ফাইনালে কেউ না থাকায় বিশ্বকাপ দলকে একত্র করার জন্য কিছুটা সময় বেশি পাচ্ছেন রাহুল দ্রাবিড়, বিক্রম রাঠোর, পরশ মামব্রেরা। নয়তো রোহিত, কোহলি, বুমরা, পন্ত কিংবা জাদেজাদের জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতো তাঁদের। বিশ্বকাপ খেলতে হয়তো কয়েক দলে ভাগ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হতো ভারতকে। কিন্তু আইপিএলের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা ক্রিকেটপ্রেমীরা কি সেটা বুঝবেন?

জাভিকে ছাঁটাই করায় ১৯০ কোটি টাকা দিতে হচ্ছে বার্সাকে

আপনজন ডেস্ক: ২৭ জানুয়ারি: মৌসুম শেষে ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা। ২৫ এপ্রিল: ক্লাবে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। ২৪ মে: বরখাস্ত।
জাভি হার্নান্দেজ যেমন 'ইউটার্ন' নিয়ে নাটকের শুরুটা করেছিলেন, তেমনি জাভিকে নিয়েও বার্সেলোনা নাটকের ইতি টেনেছে। শেষ পর্যন্ত জাভিকে বরখাস্তই করেছে বার্সা।
২০২১ সালের নভেম্বরে কোচ হয়ে বার্সায় ফেরা জাভির সঙ্গে চুক্তি ছিল ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার বছরখানেক আগেই ছাঁটাই হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বার্সাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। ক্ষতিপূরণের অর্থটা নেহাত কম নয়–১ কোটি ৫০ লাখ ইউরো, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৯০ কোটি টাকারও বেশি।
বার্সেলোনাভিত্তিক স্প্যানিশ দৈনিক 'লা ভ্যানগার্দিয়া' জানিয়েছে, এই আর্থিক ক্ষতিপূরণ দুই ভাগে বিভক্ত হবে। প্রধান কোচ হিসেবে জাভি পাবেন অর্ধেকটা। অর্থাৎ, ৭৫ লাখ ইউরো (৯৫ কোটি টাকার মতো)। বাকি অর্ধেক পাবেন তাঁর কোচিং স্টাফের সদস্যরা।
স্পেনের ক্রীড়া দৈনিক 'এএস' অবশ্য জানিয়েছে, লা লিগায় কোচদের ক্ষেত্রেও যেহেতু বেতনসীমা-সংক্রান্ত নীতি আছে, তাই পাওনা টাকা থেকে কিছুটা ছাড় দেবেন জাভি। ৭৫ লাখ ইউরোর পরিবর্তে তিনি ৭০ লাখ ইউরো (৮৯ কোটি টাকা) নেবেন। এতে করে নিজের লভ্যাংশ কিছুটা কম হলেও বার্সাকে আর্থিক সংগতি নীতি ভাঙার ঝামেলায় পড়তে হবে না।
যে বার্সা জাভিকে ছাঁটাই করল, বিদায়বেলাতেও সেই বার্সার প্রতি এমন ভালোবাসা দেখে ক্লাবটির বোর্ড ও ক্রীড়া কমিশন তাঁকে 'ক্লাবের প্রিয়পাত্র' বলেছে।
এএস আরও জানিয়েছে, স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার দুপুরে বার্সার ট্রেনিং গ্রাউন্ড সিউতাত এস্পোর্তিভায় খেলোয়াড়দের অনুশীলন করাচ্ছিলেন জাভি। বার্সার কোচ হিসেবে সেটাই যে তাঁর শেষ অনুশীলন সেশন হতে চলেছে, হয়তো তখনো বুঝতে পারেননি।

মেসি-সুয়ারেজরা যাচ্ছেন না কানাডা, প্রতিপক্ষ সমর্থকদের ক্ষোভ-হতাশা

আপনজন ডেস্ক: আগামীকাল ভোরে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসের মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। তবে কানাডায় এ ম্যাচ খেলতে যাওয়া খেলোয়াড়দের তালিকায় লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও সের্হিও বুসকেতসকে রাখেনি মায়ামি। মেসিসহ দলের অন্যতম তিন সেরা তারকা না থাকায় এরই মধ্যে ম্যাচটি উত্তাপ হারিয়েছে। মূলত ঝুঁকি এড়াতে দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের ভ্রমণ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো।
সাম্প্রতিক সময়ে চোট নিয়ে বেশ ভুগছেন মেসি। সামনে ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ অপেক্ষা করছে মেসির জন্য। তাই আপাতত তাঁকে পরিকল্পনা করে খেলানো পথেই হাঁটছেন মায়ামি কোচ মার্তিনো।
মেসিসহ শীর্ষ তারকাদের বিশ্রাম দেওয়া মার্তিনো বলেছেন, 'আমরা বুঝতে পারছি যে অনেক সমর্থক হতাশ হবে। কিন্তু কখনো কখনো আমাদের দলের জন্য সেরাটা করতে হয়। গতকাল (বৃহস্পতিবার) অনুশীলনের পর কোচিং স্টাফ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে বৈঠক হয়েছে, আমরা সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তারা (মেসি, সুয়ারেজ ও বুসকেতস) লম্বা এই সফরের ধকল সামলে ভ্যাঙ্কুভারে খেলতে যাবে না।'
মেসির কানাডা না যাওয়ার এ সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না ভ্যাঙ্কুভার সমর্থকেরা। যেখানে এরই মধ্যে ৫০ হাজারের বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে, এসব বিক্রি হওয়া টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য হচ্ছে ২৪০ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২৮ হাজার টাকা)। এর আগে প্রাক্-মৌসুম সফরে হংকংয়ে গিয়ে মাঠে নামেননি মেসি। ফেব্রুয়ারি সে ঘটনা নিয়ে বেশ বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল মেসি ও মায়ামিকে। এমনকি এর জেরে চীনে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচও শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছিল।
এখন কানাডায় একই ধরনের ঘটনা এড়াতে এগিয়ে এসেছে কানাডার ক্লাবটি। তারা মেসির না খেলার বিষয়টি নিয়ে সমর্থকদের সতর্ক করে বিবৃতিও দিয়েছে। দলের পক্ষে দেওয়া বিবৃতিতে ক্লাবের প্রধান নির্বাহী অ্যালেক্স শুস্টার বলেছেন, 'আমরা বুঝতে পারছি যে তারা (মেসি, সুয়ারেজ ও সের্হিও বুসকেতস) এই সফরে আসতে পারবে না। প্রতিপক্ষ দলে কারা খেলবে, সে নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই। এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যত দ্রুত সম্ভব এটা জানানো।'
মেসিরা না এলেও এই ম্যাচে রেকর্ডসংখ্যক দর্শকের উপস্থিতি প্রত্যাশা করছে কানাডিয়ান ক্লাবটি। বিবৃতিতে শুস্টার আরও বলেন, 'আমরা সব সময় চাই আমাদের সেরা খেলোয়াড়েরা প্রতিপক্ষের সেরা খেলোয়াড়দের মুখোমুখি হোক। আর সেরা খেলোয়াড়দের মুখোমুখি হওয়া রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আমরা জানি অনেক সমর্থক হতাশ হবেন। কিন্তু আমরা সবাইকে বিশেষ অভিজ্ঞতা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখানকার পরিবেশ দুর্দান্তই থাকবে এবং আমাদের শহরে ফুটবলকে উদ্‌যাপন করা হবে। আমাদের সমর্থকেরা দারুণ। আমাদের দলও ভালো এবং ম্যাচটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণও।'
এরপরও অবশ্য ভ্যাঙ্কুভার ভক্তদের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আসিফ লালানি নামের একজন দলের বিবৃতির প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, 'তারা এই ম্যাচের টিকিটের দাম বাড়িয়েছে এই খেলোয়াড়দের (মেসি, সুয়ারেজ ও বুসকেতস) জন্য। প্রতি টিকিট ৪০০ ডলার! অথচ একই ভেন্যুতে হোয়াইটক্যাপস (ভ্যাঙ্কুভার) দলের অন্য ম্যাচের টিকিটের দাম হয় ৫০ ডলার। যেভাবেই হোক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাদের। আমি বুঝতে পারছি, বিষয়টা আমাদের হাতে নেই। কিন্তু টিকিটের দাম বাড়ানোর জন্য আপনারাই দায়ী।'

খিচা কাভারাস্কেইয়ার জন্য পিএসজির ১০ কোটি ইউরোর প্রস্তাব

আপনজন ডেস্ক: মৌসুমের শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে আছেন খিচা কাভারাস্কেইয়া। ইতালির সিরি 'আ'-এর ক্লাব নাপোলির হয়ে এ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৪৪ ম্যাচ খেলে জর্জিয়ার উইঙ্গার করেছেন ১১ গোল, সতীর্থদের ৯টি গোলে রেখেছেন ভূমিকা।
দুর্দান্ত এই পারফরম্যান্সে ইউরোপের বড় বড় ক্লাবগুলোর নজর কেড়েছেন কাভারাস্কেইয়া। তার মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ফ্রান্সের ক্লাব পিএসজি। কিলিয়ান এমবাপ্পের অভাব পূরণ করতে কাভারাস্কেইয়াকে খুব করেই চাইছে তারা। ইতালির ক্রীড়া দৈনিক গাজেত্তা দেল্লো স্পোর্তের খবর অনুযায়ী, এরই মধ্যে কাভারাস্কেইয়ার জন্য ১০ কোটি ইউরোর (১ হাজার ২৭১ কোটি টাকা) প্রস্তাব দিয়েছে প্যারিসের ক্লাবটি।
২৩ বছর বয়সী জর্জিয়ান উইঙ্গার দিনামো বাতুমি থেকে নাপোলিতে নাম লিখিয়েছেন ২০২২ সালে। দুই মৌসুমে ইতালির ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৮৭ ম্যাচ খেলে করেছেন ২৫ গোল।
মৌসুম শেষে জর্জিয়ার হয়ে ইউরো খেলতে যাওয়া কাভারাস্কেইয়াকেই নিজেদের আক্রমণভাগের জন্য আদর্শ এক অস্ত্র মনে করছে পিএসজি। তাদের ধারণা, চ্যাম্পিয়নস লিগে কাভারাস্কেইয়াই হতে পারেন পিএসজির স্বপ্নের সারথি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**